NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বিবেকানন্দের সমাজগঠন ভাবনা ও তার প্রাসঙ্গিকতা

পনেরো ম্যাচ পরই ছাঁটাই ওয়েইন রুনি ৮

কলকাতা ৩ জানুয়ারি ২০২৪ ১৭ পৌষ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২০২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 3.1.2024, Vol.17, Issue No. 202, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

কামদুনি মামলায় এখনই গ্রেপ্তার নয়: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ করে কামদুনি মামলায় এখনই কাউকে গ্রেপ্তার নয়। পরিবর্তে রাজ্য এবং অভিযুক্তদের থেকে জবাব তলব করে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। শীর্ষ আদালতে আপাতত স্থগিত মামলার শুনানি। কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় নির্যাতিতার পরিবার। মঙ্গলবার ওই মামলার শুনানি ছিল শীর্ষ আদালতে। এখনই কাউকে গ্রেপ্তারির নির্দেশ জারি করতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য এবং মুক্তিপ্রাপ্তদের কাছ থেকে হলফনামা আকারে জবাব তলব করা হয়েছে। হলফনামার পরই মামলার পরবর্তী শুনানি। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৭ জুন পরীক্ষা দিয়ে কামদুনির বাড়িতে ফিরছিলেন রাজারহাট ডিরোজিও কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। অভিযোগ, বাস থেকে নেমে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে রাস্তা থেকে জোর করে পাঁচিল ঘেরা একটি ঘরে নিয়ে যায় নজন দুষ্কৃতী। সেখানেই দফায় দফায় চলে গণধর্ষণ। এমনকী নির্যাতনের পর ছাত্রীটিকে ভেড়িতে ফেলে যায় দুষ্কৃতীরা। এদিকে, বাড়ির মেয়ের খোঁজখবর শুরু হয়। এলাকার লোকজনকে নিয়ে বেরিয়ে গ্রাম থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে ৮ বিঘে ভেড়ি অঞ্চলে একটি পাঁচিলের পাশে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ছাত্রীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে ধিক্কার-আন্দোলন শুরু হয়। রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় সিআইডির হাতে। তদন্তভার হাতে নিয়ে সিআইডি অভিযুক্ত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। গত বছরের ৬ অক্টোবর কামদুনি গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ফাঁসির সাজা রদ। পরিবর্তে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। দোষী আনসার আলি মোল্লা এবং সইফুল আলি মোল্লাকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। বেকসুর খালাস আমিন আলি, ইমানুল হক, ভোলানাথ নস্কর এবং আমিনুর ইসলাম। কলকাতা হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় নির্যাতিতার পরিবার। রাজ্য সরকারও শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়।

‘আব কি বার ৪০০ পার’

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি: ‘তিসরি বার মোদি সরকার, আব কি বার ৪০০ পার।’ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এটাই হতে চলেছে বিজেপির স্লোগান, মঙ্গলবার এক বৈঠকের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনই দাবি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রের। মঙ্গলবারের বৈঠকে ছিলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। দু-ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, ভূপেন্দ্র যাদব, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা প্রমুখ। দলের এক বর্ষীয়ান নেতা ওই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বৈঠকে ঠিক হয়েছে ‘আব কি বার চারশো পার’ স্লোগান নিয়েই এগতে চাইছে বিজেপি।

গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়ার আগে বাবুঘাটে জড়ো হয়েছেন সন্ন্যাসীরা। *ছবি: অদিতি সাহা*

ভূমিকম্পের পর ২৪ ঘণ্টায় ১৫৫ বার কেঁপে উঠল জাপান

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৮, উদ্বেগ প্রকাশ কিশিদার

টোকিও, ২ জানুয়ারি: মোট ১৫৫ বার কম্পন অনুভূত হয়েছে জাপানে। বছরের প্রথমদিনেই বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে জাপানে। সোমবার রিখটার স্কেলে ৭.৬ মাত্রায় তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে জাপান। শেষ পাওয়া তথ্য অনুসারে, এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৪৮ জনের। তবে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জানা গিয়েছে , এখনও চলছে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারের কাজ। মনে করা হচ্ছে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে রয়েছে অনেকেই। এই ভূমিকম্পের ফলে দেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। ঘরছাড়া বহু মানুষ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে খবর, কিশিদা জানিয়েছেন, ‘নতুন বছরের প্রথমদিনেই ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি আমরা। এই ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাণহানিও ঘটেছে। প্রশাসন দ্রুত দুর্গতদের উদ্ধারের চেষ্টা করছে। বহু ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে, রাস্তাঘাটের ক্ষতি হয়েছে। আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে।’ মঙ্গলবার জাপানের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সোমবারের পর থেকে ইশিকাওয়া ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি জায়গায় অন্তত ১৫৫ কম্পন অনুভূত হয়েছে। যার মধ্যে বেশিরভাগ কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৩-এর উপরে ছিল। জারি করা হয়েছিল সুনামির সতর্কতা। তবে এদিন সুনামির সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ইশিকাওয়া অঞ্চলে। প্রাণহানি হয়েছে ওয়াজিমা বন্দর সংলগ্ন এলাকায়। উদ্ধার কাজ শুরু করেছে জাপানের সেনাবাহিনী তথা সেল্ফ ডিফেন্স ফোর্স। কিশিদা জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর প্রায় হাজার সদস্য এই অভিযানে অংশ নিচ্ছেন। সুনামি সতর্কতা উঠে যাওয়ায় বিধ্বস্ত নোতো উপদ্বীপের দিকে রওনা হয়েছে উদ্ধারকারী দল।

গতকালই এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে টোকিওর ভারতীয় দূতাবাস। একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে। যেখানে কয়েকটি হেল্পলাইন নম্বর ও একটি ইমেল আইডি দিয়ে জানানো হয়েছে, দূতাবাসের তরফে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, জাপানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ইশিকাওয়ার নোটো এলাকা কম্পনের উৎসস্থল। তার পরে কম্পন অনুভূত হয়েছে রাজধানী টোকিও থেকে শুরু করে একাধিক বড় শহরে। রাস্তায় ফাটল ধরেছে। বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকেই আটকে পড়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। সমুদ্রের ঢেউ ৫ মিটার পর্যন্ত উঠতে পারে বলেও আশঙ্কা করেছিল আবহাওয়া দপ্তর। কিন্তু আপাতত সেই শঙ্কা দূর হয়েছে।

বছরের শুরুতে ফের উত্তপ্ত মণিপুর, আহত সাত জওয়ান

ইম্ফল, ২ জানুয়ারি: বছরের শুরুতে আবার অশান্ত মণিপুর। মোরেহ জেলায় ব্যারাকে ঢুকে পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল এক সশস্ত্র দুষ্কৃতী। আহত হয়েছেন সাত জন জওয়ান। তাঁদের মধ্যে চার জন মণিপুরের পুলিশ কর্মী, এক জন বিএসএফ জওয়ান। ওই বিএসএফ জওয়ানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের কপ্টারে করে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে। আরআইএমএস হাসপাতালে ভর্তি তাঁরা।

মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং জানিয়েছেন, বিদেশ থেকে আসা আততায়ীরাই এ সব করেছে। তাদের ধরতে চিরুনি তল্লাশি চলছে। তাঁর কথায়, ‘আমাদের সন্দেহ মায়ানমার থেকে আসা ভাড়াটে আততায়ীরা এ সব করেছে। আমরা কোনও চাপের কাছে নতি স্বীকার করব না। রাজ্য এবং দেশবাসীর কাছে আমরা এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ জঙ্গিদের দমন করতে সব রকম পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, বছরের প্রথম দিনেই থৌবল জেলার লিলং এলাকায় তিন জনকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। আহত হয় পাঁচ জন। নিরাপত্তা আধিকারিকেরা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে এ খবর জানিয়েছেন। অভিযুক্তেরা ফৌজির পোশাকে ছিলেন। তাঁরা লিলংয়ে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন। তাতেই মৃত্যু হয়। তার পরেই মণিপুরের ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল থৌবল, কাকচিং, বিষ্ণুপুর জেলায় কার্ফু জারি করা হয়। এই পরিস্থিতিতে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং নাগরিকদের সংযত হওয়ার আবেদন জানান। মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তিনি। ভিডিও বার্তায় বীরেন জানান, এই ঘটনাকে হালকা ভাবে নেওয়া হচ্ছে না। দোষীদের ধরতে উদ্যোগী মণিপুর পুলিশ। আইন মেনে পদক্ষেপ করা হবে। লিলংবাসীদের হিংসা থেকে দূরে থাকারও আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

২০২২ সালের ৩ মে জনজাতি ছাত্র সংগঠন ‘অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর’ (এটিএসইউএম)-এর কর্মসূচি ঘিরে অশান্তির সূত্রপাত হয়েছিল মণিপুরে। মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেইদের তপসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দেয়। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলি তার বিরোধিতায় পথে নামে। আর সেই ঘটনা থেকেই মণিপুরের আদি বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কুকি জো-সহ কয়েকটি তপসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের (যাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান) সংঘাতের সূচনা হয়েছিল। অশান্তি ঠেকাতে গত ৬ মে মণিপুরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। নামানো হয় সেনা এবং অসম রাইফেলসকে। তার পরেও হিংসা থামেনি। এখনও পর্যন্ত সে রাজ্যে নিহত অন্তত ১৭০ জন। আহত হাজারের বেশি। ঘরছাড়া ৬০ হাজারের বেশি মানুষ।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব কাটলে বঙ্গে চলবে শীতের আরও একদফা ইনিংস

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর পশ্চিমের হাওয়া ঢুকছে রাজ্যে। বিহার, উত্তর প্রদেশ ও সিকিম হয়ে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে হাওয়া ঢুকছে। কিন্তু সেটা খুব একটা শীতল হাওয়া নয়। ফলে বাংলায় শীতের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারছে না এই স্বল্প-শীতল হাওয়া। রাজ্যে তাই আপাতত স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশিই চলছে তাপমাত্রা। এদিকে আবার বৃষ্টির চোখ রাঙানিও রয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দু'দিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিঙে হালকা বৃষ্টি হতে পারে আজ থেকে আগামী পাঁচ দিন। সঙ্গে তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকার উপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব দেখা যাবে। তার জেরে আগামী ৫ ও ৬ তারিখ পশ্চিমের জেলাগুলিকে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি নামতে পারে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে।

পশ্চিমের জেলাগুলিতে দু'দিন বৃষ্টির পর, আগামী ৭ জানুয়ারি থেকে পূর্ব দিক থেকে হাওয়া ঢুকতে শুরু করবে বাংলায়। আর একইসঙ্গে কমবে ঠান্ডা। এদিকে কলকাতার ক্ষেত্রেও ৪ তারিখ পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকবে। এরপর শুক্রবার থেকে বাড়তে শুরু করে কলকাতার তাপমাত্রাও। এমনকী শহর ও শহরতলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে পারে।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব কাটলে, আরও একদফা কাঁপন করতে নামতে পারে শীত। সেক্ষেত্রে ১০ জানুয়ারি থেকে গোটা দক্ষিণবঙ্গেই তাপমাত্রা আবার কমতে শুরু করবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রে তাপমাত্রার পারদ আবার নিম্নমুখী হবে ৮ জানুয়ারির পর থেকে।

টোকিও

বিমানবন্দরে বিধ্বংসী বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ৫

টোকিও, ২ জানুয়ারি: ভূমিকম্পে টালমাটাল জাপানে এবার বিধ্বংসী বিমান দুর্ঘটনা। টোকিওর হানেদা বিমানবন্দরে জাপান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হল একটি কোস্ট গার্ড জেটের। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সংঘর্ষে বিস্ফোরণ ঘটে। এর পরেই আগুন ধরে যায় যাত্রীবাহী বিমানটিতে। যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার মধ্যেই জানা গিয়েছে উদ্ধারকারীরা যাত্রীবাহী ৩৬৭ জন যাত্রীকে উদ্ধার করেছে। যদিও কোস্ট গার্ড বিমানে থাকা ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

জাপানের সংবাদসংস্থা এনআইচকের খবর, জাপান এয়ারলাইন্সের এয়ারবাস এ৩৫০ যাত্রীবাহী বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় কোস্ট গার্ড বিমানের। যাত্রীবাহী বিমানটি হোক্কাইদা থেকে সবে পৌঁছেছিল হানাদায়। সংঘর্ষের পরেই যাত্রীবাহী বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলিতে দেখা গিয়েছে, বিমানের জানলাগুলিতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ওই মুহূর্তে উদ্ধারকাজে নামেন বিমানবন্দরের নিরাপত্তারক্ষীরা। আগুন নেভাতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৭০টি ইঞ্জিন। নিরাপদে যাত্রীবাহী বিমানে থাকা ৩৬৭ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক সমন্বয়ের বিষয়ে জোর দিতে বলেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। যাত্রীবাহী বিমানের ৩৬৭ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা গেলেও কোস্ট গার্ড জেটের ৬ জনের মধ্যে একজনকে উদ্ধার করা গিয়েছিল। বাকি ৫ জনের আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। টোকিও বিমানবন্দরে এক কোস্ট গার্ড আধিকারিকের বলেন, ‘আমাদের বিমানটির সঙ্গে যাত্রীবাহী বিমানটির সংঘর্ষ হয়েছিল কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে দুর্ঘটনায় দুটি বিমানই জড়িত।’

লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস-এর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রক্রিয়া শুরু করল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত মামলায় নতুন মোড়। মঙ্গলবার আদালতে ইডি জানিয়ে দিল, এই দুর্নীতির সঙ্গে যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ থাকা সংস্থা ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’ সংস্থার অধীনে থাকা আটটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিচারপতি অমৃতা সিংকে ইডি জানিয়েছে ওই সম্পত্তির মূল্য সাড়ে সাত কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত, ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’ সংস্থার সিইও পদে রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেপ্তার করে ইডি। যাঁকে ‘কালীঘাটের কাকু’ বলে উল্লেখ করেছিলেন শিক্ষক নিয়োগ মামলায় ধৃত তাপস মণ্ডল।

এই মামলার প্রেক্ষিতেই অভিষেকের আয়ের উৎস জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি সিং। অল্প কথায় মুখবন্ধ খামে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। গত ১৪ ডিসেম্বর ইডির তরফে সেই জবাব জমা পড়ে হাইকোর্টে। অভিষেকের সংস্থা লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য অনেক আগেই ইডিকে বিশদে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সিং। লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার ছ'জন ডিরেক্টরের নাম, তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ, সংস্থার লেনদেন, তার মূল্য, এই সংস্থার কারা উপভোক্তা, তাঁদের নাম, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সংস্থার রোজকার কাজ কে দেখতেন, সিইও অভিষেকের সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, তাঁর মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, সংস্থার সব কর্মীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, কারা, কবে সংস্থায় যোগ দিয়েছেন, কেন সংস্থার ঠিকানা পরিবর্তন এবং তদন্ত নিয়ে কার কাছে ইডি সাহায্য চায়, তা জানাতে বলা হয়েছিল হাইকোর্টে। এ বিষয়ে অভিষেকের কাছে নথি চাওয়া হলে কিছু দিন আগেই ইডিকে তাঁর সংস্থা সংক্রান্ত তথ্য জমা দিয়ে এসেছিলেন অভিষেক। তার প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার বিষয়টি আদালতে জানায় ইডি। তারা যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের উপরে নজরদারি চালাচ্ছে এবং লেনদেন বন্ধ রাখার বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে, তা জানায় ইডি।

প্রসঙ্গত, এই মামলার তদন্ত ২০২৩ সালের মধ্যে শেষ করতে বলেছিল আদালত। ৩১ ডিসেম্বর সেই সময়সীমা পার হয়ে গেলেও ইডি মঙ্গলবার আদালতে জানিয়েছে, অনেক তথ্য হাতে এসে যাওয়ায় এখনও তদন্ত শেষ করা যায়নি। আদালতের কাছে আরও কিছুটা সময় চান ইডির আইনজীবী। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি বুধবারেই ইডির জয়েন্ট ডিরেক্টরকে আদালতে হাজিরা দিতে বলেছেন।

এই মামলাতেই অন্য দাবি করেছে সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতিতে কারা এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন, তার একটি তালিকাও আদালতে পেশ করেছে সিবিআই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামটি হল তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী। এ ছাড়াও মহিদুল আনসারি, জাফিকুল ইসলাম, সজল কর, বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত এবং সৌরভ ঘোষের নাম রয়েছে।

আরও বেকায়দায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার মুখবন্ধ খামে আদালতে রিপোর্ট জমা দিল দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই আর ইডি। এদিনের এই রিপোর্টে আদালতে জানানো হয়, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের আটটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সাড়ে সাত কোটি টাকা। এদিকে এদিন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার নির্দেশে আরও বিপাকে পড়তে চলেছে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। এদিন বিচারপতি সিন্‌হার নির্দেশ দেন, ‘চিকিৎসকদের নিয়ে একটি টিম গঠন করবে ইডি। যাঁরা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা টেস্ট করতে পারবে।’ এই প্রসঙ্গে বুধবার ইডি-র যুগ্ম অধিকর্তাকে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি হাসপাতালের এক চিকিৎসককেও হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজিরা চায় আদালত।

নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে শাহ

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি: বছরশেষে পুঞ্চে জঙ্গিদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫ সেনা জওয়ান। এই ঘটনায় ফিরেছে পুলওয়ামার স্মৃতি। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন। কীভাবে পুলিশ, সেনা ও সিআরপিএফের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা যায় তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলেই দাবি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রের। সূত্রানুসারে, স্বরাষ্ট্র সচিব অজয়কুমার ভাল্লা, সেনাপ্রধান মনোজ পান্ডে, আইবি প্রধান তপন ডেকা, র প্রধান-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা ছিলেন এদিনের বৈঠকে। জানা যাচ্ছে, স্থানীয় গোয়েন্দা সূত্রকে আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেক কেটে বন্দে ভারতের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পয়লা জানুয়ারি ২০২৩ সালে হাওড়া স্টেশন থেকে প্রথম যাত্রা শুরু করে ২২৩০১ আপ/ ২২৩০২ ডাউন হাওড়া , নিউ জলপাইগুড়ি , হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এরপর দেখতে দেখতে এক বছর ওই রুটে এক বছর সম্পুর্ন করলো। গত বছর ৩০ ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়ে উদ্বোধন হয় বাংলার প্রথম বন্দে ভারত ট্রেন। এরপর পয়লা জানুয়ারি থেকে ট্রেনটি যাত্রা শুরু করে। নিউ জলপাইগুড়ি / শিলিগুড়ি রুটে পর্যটক ও যাত্রীদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয় হয় এই ট্রেনটি।

প্রথম যাত্রা থেকে দীর্ঘ এক বছর ধরে হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত যাত্রীদের আবেগে পরিণত হয়েছে বলেই জানাচ্ছে পূর্ব রেল।

উচ্চ গতি সম্পন্ন বন্দে ভারত ট্রেনটি উত্তর বঙ্গ এবিং দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে বোলপুর, শান্তিনিকেতন, মালদা টাউন, বারসই স্টেশনের স্টপেজ রয়েছে। ফলে অনেক যাত্রীরই সুবিধে হচ্ছে দ্রুত যাতায়াতে। সোমবার এক বছর পূর্ণ হওয়ার খুশিতে হাওড়া ষ্টেশনে যাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয়। কেক কেটে পালন করা হয় বন্দে ভারতের বর্ষপূর্তি।

নববর্ষে কলকাতার মেট্রোয় ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬০৭ জন যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নববর্ষের দিন অর্থাৎ ২০২৪ সালের পয়লা জানুয়ারি ব্লু লাইনে ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬০৭ জন যাত্রী সফর করলনে। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩-এর পয়লা জানুয়ারিতে মেট্রোর এই একই করিডরে ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৭৬ জন যাত্রী হয়েছিল। সেই হিসেবে গত বছরের তুলনায় এ বছর যাত্রী সংখ্যা ২৭.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, নববর্ষের দিন দমদমে সর্বাধিক যাত্রী সংখ্যা ছিল ৫২ হাজার ৫৮৪ জন। পাশাপাশি রবীন্দ্র সদন ও দক্ষিণেশ্বরে যাত্রী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৭,৯০৩ এবং ৩৫,৭৩৪ জন। গত ১ জানুয়ারিতে দমদমে সর্বাধিক যাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৩, ৫১৬জন। এরপরে এসপ্ল্যানেড এই সংখ্যা ছিল ৩০,৩৪৪ এবং দক্ষিণেশ্বরে ২৯,৪৯৭ জন।

চাকরির দাবিতে টেট উত্তীর্ণদের মিছিল শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলায়। ছবি: অদিতি সাহা

কেন্দ্রের কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধা এখনও অধরাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার কৃষকদের আয় বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেছেন কৃষকবন্ধু প্রকল্প। সঙ্গে আছে বাংলা শস্য বিমা যোজনাও। বাংলার প্রায় দেড় কোটি কৃষক এই প্রকল্প দুটির সুবিধা পান। একই সঙ্গে বাংলায় প্রায় ৪৫ লক্ষ কৃষক কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধাও পান। কিন্তু সুবিধা বেশি থাকায় রাজ্য সরকারের প্রকল্প দুটির থেকে যোজন যোজন পিছিয়ে নরেন্দ্র মোদির কিষান সম্মান নিধি প্রকল্প।

বাংলায় এই যোজনার জন্য পড়ে থাকা আবেদনের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। এদিকে দুয়ারে কড়া নাড়ছে ২৪'র লোকসভা নির্বাচন। কেন এই আবেদনকারীরা এখনও সুবিধা পাননি? কেন্দ্রের সাফাই, প্রয়োজনীয় সব নথি না থাকায় বা অনলাইন আবেদনে ভুল থাকার জন্যই এঁদের আবেদন খারিজ হয়েছে। তাই দ্রুত এইসব আবেদনের নিস্পত্তি করতে এবং আগামী দিনে এই প্রকল্প যাতে দ্রুত এগিয়ে যায় তার জন্য বাংলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১জন করে ভিলেজ রিসোর্স পার্সন নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র । বাংলায় এখন গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৩৩৪২টি। সেই হিসাবে সমসংখ্যক পদে ভিলেজ নোডাল পার্সন নিয়োগ হতে চলেছে আগামী দিনে।

তবে মজার কথা কেন্দ্রের প্রকল্পের সফল রূপায়ণের দায়দায়িত্ব রাজ্যের ঘাড়ে ঠেলে দিয়েছে মোদি সরকার। বাংলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে যে ১জন করে ভিআরপি নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে, তাঁদের ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা করে বেতন দিতে হলেও বছরে খরচ করবে ১২ কোটি টাকা। কেন্দ্র সরকার যেমন এই নিয়োগের কোনও দায়দায়িত্ব নিতে চাইছে না, তেমনি এই বেতনের বোঝাও নিতে চাইছে না। বেতন মেটানোর দায় রাজ্যের ঘাড়েই ঠেলে দিয়েছে তাঁরা। এই রিসোর্স পার্সন- রা গ্রামেতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিসান সম্মান নিধি প্রকল্পের জন্য জমা পড়ে থাকা আবেদন এবং বাতিল হয়ে যাওয়া আবেদনগুলি খতিয়ে দেখবেন। কার্যত কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে বাংলায় সফল করে তুলতে বাংলাকে বোঝা বইতে হবে। আর সেই কারণেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে নবান্নে।

রাজ্যের আধিকারিকদের দাবি, কেন্দ্র সরকার ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে। এই টাকা বাংলার নায্য পাওয়া। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বোঝা সামলাতে এমনিতেই রাজ্যকে বিপুল চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখতে এবং সাধারণ মানুষের জন্য ইতিমধ্যে নিজেদের তহবিল থেকে টাকা দিয়ে বিকল্প কাজের ব্যবস্থাও করেছে নবান্ন। এখন নতুন করে ভিলেজ রিসোর্স পার্সনদের নিয়োগের জন্য বেতনের বোঝাও সুকৌশলে রাজ্যের ঘাড়ে ঠেলে দিচ্ছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের তরফে প্রকল্পের খরচ চালাতে মাত্র ৩ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। বাড়তি ৯ কোটি টাকা আসবে কোথা থেকে, তার ভার নিচ্ছে না কেন্দ্র।

সরকারি স্কুলে মেয়েদের আত্মরক্ষার পাঠ দিতে বিশেষ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার চলতি মাস থেকেই স্কুলের মেয়েদের আত্মরক্ষার পাঠ দিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছে। তাদের ক্যারাটে, জুডো, তাইকোন্ডর মত মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের আওতায় রানী লদী বাই আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সম্প্রতি সূচনা করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। প্রাথমিকভাবে কলকাতার ১৫৩ টি স্কুলে এই প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। গোটা রাজ্যে ২৫০ স্কুলকে বেছে নেওয়া হয়েছে। পরে ধাপে ধাপে আরও স্কুলকে এই কর্মসূচিতে যুক্ত করা হবে। কলকাতার স্কুল গুলিতে কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলায় রাজ্য পুলিশ এই প্রশিক্ষণ দেবে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক ভাবে আত্মরক্ষার পাঠ দেওয়া হবে। যার খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার।

কলকাতার কমিউনিটি পুলিশ শাখার পরিকল্পনা অনুযায়ী, টানা তিনমাস স্কুলের ছাত্রীদের দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ। প্রত্যেক শনিবার করে ক্লাস নেওয়া হবে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ। তবে প্রথমে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি ও তার পরের পদক্ষেপে নবম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্কুল লাগোয়া মাঠ অথবা স্কুলের নিজস্ব বড় হলঘর থাকলে সেখানেই হবে প্রশিক্ষণ। যে স্কুলে সেই ব্যবস্থা নেই, সেই স্কুল কর্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত নেবে, কোথায় প্রশিক্ষণ হবে। কারণ, একসঙ্গে ক্যারাটে, কুংফু বা তাইকোন্ড শিখতে গেলে পর্যাপ্ত জায়গার প্রয়োজন। প্রত্যেক শনিবার বাইরে থেকে দু'জন করে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ দিতে আসবেন। তাঁদের মধ্যে থাকবেন একজন মহিলা। তাঁরা স্কুলের শারীরশিক্ষার শিক্ষক বা শিক্ষিকার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখবেন। প্রশিক্ষণের সময় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উপস্থিত থাকবেন।পুলিশ সমীক্ষা করে দেখেছে, বিভিন্ন সময় ভিড়ের মধ্যে ইভটিজিং ও শ্লীলতাহানির আগেই রোমিওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে ছাত্রীরা। এমনকী, কোনও রোমিও বাড়াবাড়ি করলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছে তারাই। এবার যাতে প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রী রাস্তায় যাতায়াতের সময় আত্মরক্ষা করতে পারে, সেই ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে।

একশো দিনে একশো শতাংশ পরিষেবা দেওয়ার নজির দুয়ারে কর্মসূচির

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিনেই একশো। সদ্য শেষ হওয়া দুয়ারে সরকার প্রকল্পের পরিষেবা কর্মসূচি শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই পাঁচটি প্রকল্পে অনুমোদিত আবেদন পত্রের ১০০ শতাংশ পরিষেবা দেওয়া নিশ্চিত করে নজির গড়ল রাজ্য। গত শনিবার শেষ হয়েছে ২০২৩-এর শেষ দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। পূর্ব ঘোষিত সূচি মত মঙ্গলবার রাজ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে দুয়ারে সরকার শিবিরগুলি থেকে বৈধ আবেদনের ভিত্তিতে পরিষেবা দেওয়া শুরু হল। সন্ধ্যায় নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে ৫ টি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই ১০০ শতাংশ আবেদনের নিস্পত্তি হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি হলো বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, পরিযায়ী শ্রমিকদের নথিভুক্তকরণ,বিদ্যুতের নয়া সংযোগ, বিদ্যুতের বকেয়া ছাড় এবং উদ্যম পোর্টালে নথিভুক্তকরণ।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এবারে দুয়ারে সরকারে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬১ হাজার ১৭০ টি শিবির হয়েছিল। ভ্রাম্যমাণ শিবিরের সংখ্যা৪১,৩৬৫ টি । জানুয়ারির ১ তারিখ পর্যন্ত ৫০ লক্ষ ১১ হাজার ৩২৭ টি আবেদন পত্র নিস্পত্তি হয়েছে। অনুমোদন পেয়েছে ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৯০টি। ইতিমধ্যে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে ৩৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৯৭ জন আবেদনকারীকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯০৭৫ নং এফিডেভিট বলে Ajay Mishra S/o. Jagadish Mishra ও Ajoy Kumar Mishra S/o. J. Mishra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯১২৩ নং এফিডেভিট বলে Mantu Santra S/o. Kanai Santra ও Montu Santra S/o. K. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭২৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক নাম Purnima Bhattacharyya Mukherjee, কিন্তু Reliance Nippon Life Insurance Policy (53779228 & 53712777)- দুটিতে আমার নাম Purnima Mukherjee আছে। Purnima Bhattacharyya Mukherjee ও Purnima Mukherjee W/o. Sanat Kumar Mukherjee D/o. Krishnahari Bhattacharyya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯০১৮ নং এফিডেভিট বলে Samar Kumar Singha Roy S/o. Sudhangshu Singha Roy ও Samar Kr Singha Ray S/o. S. Singha Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Ibrahim Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Ruhul Amin ও R Amin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৭/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৯৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Shankar Dhali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Halodhar Dhali ও B. Dhali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪০ নং এফিডেভিট বলে Sk. Shajahan S/o. Abdul Kasem ও Shajahan Sekh S/o. K. Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৪২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Ahed ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Hasem Shaike ও H. Sk সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২১/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৭১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Susanta Dhali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dhirendranath Dhali ও Lt. D. N. Dhali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২২ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Anup Sur ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Amal Krishna Sur ও A. Sur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২১/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৭২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Bapi Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ramen Pal ও K Raman Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৮ নং এফিডেভিট বলে Masiar Mondal S/o. Matleb Mondal ও Masir Mondal S/o. M. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৫০৫ নং এফিডেভিট বলে Hiranmoy Mondal S/o. Harashit Mondal ও Hiranmay Mondal S/o. H. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

IN THE 1st COURT OF CIVIL JUDGE (JR. DIV.), MEDINIPUR
T.S. NO. 94/2014
Sri Gopal Bhunia and another .... Plaintiffs
- Vs. -
Sri Saktipada Dhal and others .... Defendants

এত দ্বারা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, শ্রী গোপাল চন্দ্র ভূঁইয়া, পিতা ঝাড়েশ্বর ভূঁইয়া, সাকিন ও পোস্ট- বনাই, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এবং অন্যান্যরা মহামান্য ১ম সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন), মেদিনীপুর আদালতে শ্রী শক্তিপদ ধল, স্বপ্না ধল, করুনা ধল, ঝর্ণা ধল, অরুণা ধল, সাধনা বালা সীট, গৌরহরি ভুঁইয়া, নিতাই ভুঁইয়া, বিষ্ণুপদ ভুঁইয়া, গুরুপদ ভুঁইয়া, কানাই ভুঁইয়া, বলাই ভূঁইয়া, সূর্যকান্ত ভুঁইয়া, চন্দ্রকান্ত ভুঁইয়া, অজিত ভুঁইয়া, জগদীশ ভুঁইয়া, কার্তিক চন্দ্র ভুঁইয়া, শুকদেব ভুঁইয়া সর্বব সাকিন ও পোস্ট- বনাই, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, উষা বেরা, সাকিন-মানিগড়া, পোস্ট- বড়সাবড়া, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, গৌর মান্না, পারুল পাড়ী উভয়ের সাং ও পোস্ট- চাঁদকুড়ি, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, উজ্জ্বলা পাল, সাকিন ও পোস্ট- নেধুয়া, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ণিমা মেইকাপ, সাকিন- সিংপুর, পোস্ট-বাদলপুর, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, সন্তোষ কুমার ভুঁইয়া, সন্ধ্যা বালা ভুঁইয়া, মদন চন্দ্র ভুঁইয়া, গোবিন্দ প্রসাদ ভুঁইয়া, স্বপনদেব অধিকারী, গায়েত্রী রানী বসু সর্বব সাকিন ও পোস্ট- বনাই, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, এর বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কিত ৯৪/২০১৪ নং টাইটেল মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন । উক্ত নং মোকর্দ্দমায় আগামী 08.04.2024 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে । উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে ।

Schedule 'Ka': Within District Paschim Medinipur P.S. - Sabang, Mouza- Banai, J. L. No. 336, Hal Khatian No - 1143, 1005, Old Khatian No – 278, Plot No. 1225/1871, Nature - Danga puritan patit, Measuring - 2.32 Acre

Schedule 'Kha': Within District Paschim Medinipur P.S. - Sabang, Mouza- Banai, J.L. No. 336, Hal Khatian No. -1005, Old khatian No. - 278, Plot No. - 1225/1871, Nature - Danga puritan patit, Measuring - 12 1/2 Dec. **Butted and Bounded :** To the North - Gunadhar Dhal, To the South Plot No. 1803, To the East Purna Chandra Hansda, To the West - Jagadish Bhunia.

Schedule 'Ga': Within District Paschim Medinipur P.S. - Sabang, Mouza- Banai, J.L. No. 336, Hal Khatian No. 1143, Old khatian No. 278, Plot No. - 1225/1871, Nature - Danga puritan patit, Measuring - 12 1/2 Dec. **Butted and bounded -** To the North - Gunadhar Dhal, To the South - Plot No. 1803, To the East – Purna Chandra Hansda, To the West - Jagadish Bhunia

আদেশানুসারে
SK. Sahajada
Sheristadar,
1st Court Civil Judge
(Jr. Div.), Medinipur

নাম-পদবী

আমি Naba Kumar Sarkar, পিতা Khagendra Nath Sarkar, গ্রাম ও পোঃ গোদাগাড়ি, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ। আমার ছেলে Aarush Sarkar যা সমস্ত নথিতে আছে। কিন্তু LIC পলিসি নং ৪২৭২৭৮৯২৭ এ ছেলের নাম Kinnar Sarkar আছে। গত ২২/১২/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার ছেলে Aarush Sarkar এবং Kinnar Sarkar এক এবং অভিন্ন বলে পরিচিত হল।

নাম-পদবী

423897154 LICI পলিসিতে আমার নাম Bablu Sk, পিতা-Alimuddin Sk আছে। গত ২২/১২/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Eyar Sk পিতা Alimuddin নামে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

আমি Sadikul Islam S/o. Rabiul Islam, সাং- গ্রাম পূর্বগ্রাম, পোঃ ও থানা- সালার, জেলা-মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। গত ০৫/০৯/২৩ তারিখে বহরমপুর এম.ডি.ই.এম (এস) কোর্টের এফিডেভিট বলে Rabiul Islam ও Rabiuul Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Sekh Manjar Hossain S/o. Sekh Jamir Hossain (D.O.B- 01-04-1983). গত ২০/১২/২৩ তারিখে বহরমপুর এস.ডি.ই.এম (এস) কোর্টের এফিডেভিট বলে Sekh Manjar Hossain S/o. Sekh Jamir Hossain ও Sk. Manjar Hossain S/o. Sk. Jamir Hassain যথাক্রমে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট জজ হুগলী, এ্যাট চিনসূরা সদর
ম্যাট সুস্ট নং- ৫৭ / ২০২৩

শ্রীমতী স্বাগতা মুখার্জ্জী ...দরখাস্তকারী
-(বনাম)-
নির্ম্মল মুখার্জ্জী ...রেসপনডেন্ট

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে- শ্রীমতী স্বাগতা মুখার্জ্জী, স্বামী- শ্রী নির্ম্মল মুখার্জ্জী, পিতা শ্রী গুরুদাস মুখার্জ্জী বর্তমান ঠিকানা ব্যাণ্ডেল- বনমসজিদ, পোঃ-সাহাগঞ্জ, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নম্বর-৭১২১০৪ তাহার স্বামী শ্রী নির্ম্মল মুখার্জ্জী পিতা শ্রীপতি মুখার্জ্জী সাং- ৪৬৯ গোপাল- মিত্র রোড, সেনপল্লী, বেহালা, পোঃ ও থানা- ঠাকুরপুকুর কলিকাতা-৭০০০৩৪ বিরুদ্ধে হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে উপরি উক্ত বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, শ্রী নির্ম্মল মুখার্জ্জী এই নোটিশ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত আইনজীবী মারফৎ মোকর্দ্দমা সংক্রান্তে আপন বক্তব্য আদালতে নিবেদন করিবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমা এক তরফা বিবেচিত হইয়া উপযুক্ত আদেশ হইবে। মোকর্দ্দমা আগামী ইং ০২/০২/২০২৪ তারিখে ধার্য্য আছে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী গৌরচাঁদ গাঙ্গুলী
উকিলবাবু

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া সদর

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা জানুয়ারি, বুধবার, ১৭ ই পৌষ, সপ্তমী তিথী। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গলের দশা, বিংশোত্তোরী রবির মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ সারদা মায়ের জন্ম তিথি। তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক , ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দে র। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : আজ সারদা মায়ের জন্ম তিথি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ বিবাদ বিতর্ক কমলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি ।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ী র হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তা য় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে ।আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য -তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : আজ কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব বলুন।

(আজ শ্রীশ্রী সারদা মায়ের জন্ম তিথি মহোৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩ জানুয়ারি ২০২৪ ১৮ পৌষ ১৪৩০ বুধবার

বিতর্কে ইতি টেনে মমতাই শেষ কথা, একযোগে জানালেন দলের নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের ভিতরের নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে জল্পনা। সুব্রত বক্সি এবং কুণাল ঘোষের মন্তব্য এবং পাল্টা মন্তব্য নিয়ে যখন কথা চলছে তখন সোমবার সন্ধেয় কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাক্ষাতের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও এর ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মুখে বারবার শোনা গেল ঐক্যের বার্তা। এমনকী, সুব্রত বক্সীকে দলের সিনিয়র নেতা বলেও সম্বোধন করতেও দেখা গেল তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে। সঙ্গে এও জানিয়ে দিলেন, দলের সিনিয়র নেতারা ভোটে দাঁড়ালে এক হয়ে লড়াই করবে গোটা তৃণমূল কংগ্রেসই।

প্রসঙ্গত, এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, 'সিনিয়র নেতাদের পুরোদস্তুর ভূমিকা আছে। পরিবারে যেমন হয়। নিশ্চিত ভাবে সংগঠনে থাকবেন। এই পরিবারে শেষ কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেনাপতি হলেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। সঙ্গে রয়েছেন সুব্রত বক্সীর মতো সিনিয়র নেতারাও। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫টা প্রজন্ম তৈরি করে দিয়েছেন।'

এরই পাশাপাশি বিরোধীদেরও একহাত নিতে দেখা যায় তৃণমূল মুখ পাত্র কুণাল ঘোষকে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র জানান, 'আমার সবথেকে মজা লাগছে তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে বিরোধী দলগুলো এত ব্যস্ত দেখে। তৃণমূলে দ্বন্দ্ব নেই, গণতন্ত্র আছে। আমাদের দল একসঙ্গে আছে। ইস্যুভিত্তিক মত পার্থক্য দেখা গেলেও, ভোটের সময় আরও সুসংহত। আর তৃণমূলের থেকে এই সমস্যা বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএমে অনেক বেশি।'

শুধু কুণালই নন, এদিন তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তাপস রায়, ফিরহাদ হাকিমদের মুখেও শোনা যায় ঐক্যের বার্তা। তাপস রায় বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দলের শেষ কথা। অভিষেক নেতৃত্বে ছিল, আছে, থাকবে।' দলের আর এক প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, 'দ্বন্দ্ব সব দলে ছিল, আছে, থাকবে। দ্বন্দ্ব নিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিন বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। কোনও লড়াই নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের নেত্রী হিসেবে চাই, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সঙ্গে চাই।' পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও জানান, কোথাও কোনও সমস্যা নেই।

বাঁশদ্রোণীর অসুস্থ বালিকার শরীরে চিনের নিউমোনিয়ার ব্যাকটেরিয়া!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত কয়েক মাস ধরে চিনের নিউমোনিয়ার রকম-সকম মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতের স্বাস্থ্যকর্তাদের মধ্যেও। প্রতিটি রাজ্যকেই এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছিল। চিন থেকে ভারতেও এই নিউমোনিয়ার প্রকোপ কোনওভাবে শুরু হতে পারে বলে আগেই সতর্ক করেছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সূত্রের খবর, কলকাতায় বাঁশদ্রোণীতে বছর দশেকের এক মেয়ের শরীরে খোঁজ মিলেছে মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি ব্যাকটেরিয়ার। এই ব্যাকটেরিয়াই অ্যাকিউট নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী।

পার্ক সার্কাসের ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথে মেয়েটির চিকিৎসা চলছে। ডাক্তারবাবুরা বলছেন, সর্দি ও শুকনো কাশির উপসর্গ দেখা গিয়েছিল মেয়েটির। ধূম জ্বর ছিল গায়ে। তাছাড়া চোখেও সংক্রমণ দেখা গিয়েছিল। চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছিল। প্রথমে মনে করা হয়েছিল সর্দি-কাশির অ্যাডেনোভাইরাসের সংক্রমণ। কিন্তু পরে মেয়েটির থুতু-লালার নমুনা পরীক্ষা করে ধরা পড়ে মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি। চিকিৎসকরা বলছেন, মেয়েটির প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তাকে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখতে হয়। তবে নিউমোনিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরে ধীরে ধীরে মেয়েটি স্থিতিশীল হয়।

এই মুহূর্তে চিনের হাসপাতালগুলিতে থিকথিকে ভিড়। জানা গেছে, এই রহস্যজনক নিউমোনিয়ায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের সংখ্যা বেজিং এবং লিয়াওনিং প্রদেশে। রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর চিনে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে নিউমোনিয়া। এই রোগের উপসর্গ খানিক ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো।

রোগ নাকি ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে চিনের অন্যান্য প্রদেশে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুলগুলি। বেজিং এবং লিয়াওনিংগে হাসপাতালগুলিতে অজানা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত শিশুদের ভিড় উপচে পড়ছে বলে দাবি করেছে তাইওয়ানের সংবাদমাধ্যম।

জুটমিলে দালাল-ঠিকাদারি রাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি সাংসদ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: - এবার শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে জুটমিলে দালাল ও ঠিকাদারি রাজের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন শ্রমিক নেতা তথা ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, স্প্রিং বিভাগে মেশিন কমিয়ে শ্রমিকদের ওপর চাপ বাড়ানোয় গত ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর জগদ্দলের অ্যাঙলো ইন্ডিয়া জুটমিলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে জট কাটিয়ে মিল চালুও হয়েছে। মিলের কিছু সমস্যা মেটানোর দাবিতে মঙ্গলবার বিকেলে জগদ্দলের আঙলো ইন্ডিয়া জুটমিল গেটে তৃণমূল সমর্থিত জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার ইউনিয়নের তরফে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'দালাল ও ঠিকাদারিরাজ রুখতে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' শ্রমিকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'শ্রমিকদের ওপর কাজের চাপ বাড়ানো যাবে না। স্প্রিং বিভাগে সিঙ্গেল মেশিনের বদলে শ্রমিকদের জোড়া মেশিন চালানোর চাপ দেওয়া যাবে না। মিলে ঠিকাদারি প্রথা চালানো যাবে না। তাছাড়া অবসরের মুখে থাকা শ্রমিকদের পুরাতন মেশিন মেশিন মেরামতি করে সেই মেশিনে কাজ দিতে হবে। কারন, বয়স্ক শ্রমিকদের পক্ষে হাইটেক মেশিন চালানো সম্ভব নয়।' অর্জুন সিংয়ের কথায়, সমস্ত জুটমিলে শ্রমিকের অভাব রয়েছে। তাই আজকের দিনে মজদুররা ভগবান। সাংসদের কথায়, মজদুরদের কদর না করলে মিলের সর্বনাশ হয়ে যাবে। সাংসদের দাবি, মিলের উন্নয়নে আধুনিকীকরনের প্রয়োজন রয়েছে। তথাপি তেল- জল ও উন্নত মানের পাট না হলে মিলও ঠিকমতো চলবে না। বামআমলের ভাটপাড়া পুরবোর্ডকে নিশানা করেন সাংসদ। বলেন, মিলের কুলিলাইনগুলোর অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। অথচ পুরসভা কুলিলাইনে পরিষেবা দিত না। কিন্তু মিল থেকে পুরসভা কর আদায় করত। যদিও তিনি পুরপ্রধান থাকাকালীন কুলিলাইনে রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থার হাল বদলে দিয়েছিলেন। সাংসদ ছাড়াও এদিনের হাজির ছিলেন অ্যাঙলো ইন্ডিয়া জুট মিলের জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার সিং, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কর নাথ সাউ, অজয় রায়, সুরজ কুমার সিং, মহম্মদ সুলতান, বিনয় মণ্ডল, রাজু শ্রীবাস্তব প্রমুখ।

বিএইচইউতে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় বিজেপিকে নিশানা শশী পাঁজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিএইচইউ ক্যাম্পাসের মধ্যে আইআইটির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে উত্তাল রাজনীতি। এবার এই ইস্যুতে মুখ খুলল তৃণমূলও। বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূলের মন্ত্রী শশী পাঁজা এদিন প্রশ্ন তোলেন, 'কেন আপনারা নিজেদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না? বঙ্গ বিজেপির সহ-ইনচার্জ এবং বারবার ভুয়ো খবরের ফেরিওয়ালা অমিত মালব্য এখন কেন চুপ? ঘটনাটি ২ নভেম্বর ঘটেছিল। অপরাধীদের ৫ নভেম্বর ছাত্রদের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। আর গ্রেপ্তার করতে এত সময় লাগল?'

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি (বিএইচইউ) চত্বরের মধ্যেই এক আইআইটি পড়ুয়াকে যৌন হেনস্থার মামলায় দু'মাস পরে অভিযুক্ত তিন জনকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত কুণাল পাণ্ডে, আনন্দ ওরফে অভিষেক চৌহান এবং সক্ষম পটেল, এই তিন অভিযুক্তই বিজেপির আইটি সেলের বারণসী শাখার পদাধিকারী বলে অভিযোগ বিরোধী দলগুলির। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনী কেন্দ্র বারাণসীর বুকে এমন ঘটনায় সুর চড়ান বিরোধীরা।

মন্ত্রী শশী পাঁজা এ নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ নারী ও ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তারা সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এই বিষয়ে অমিত মালব্যর বক্তব্যও দাবি করেন মন্ত্রী শশী। জানতে চান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তারা কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা নিয়েও। প্রশ্ন তোলেন, তারা ধর্ষকদেরও গোপনে সরিয়ে দিয়েছে কি?

আর এই প্রসঙ্গেই মন্ত্রী শশীর কটাক্ষ সহ একগুচ্ছ প্রশ্ন, 'এই বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং বিজেপির কী বলার আছে? বিজেপির আইটি সেলের জাতীয় ইনচার্জ অমিত মালব্য এখনও কেন নীরব? যারা বিজেপির বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে তিনি দ্রুত টুইট করেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কেন নীরব? কেন তিনি টুইট করে এই ঘটনার নিন্দা করছেন না? তারা সবাই এখন নীরব? বহুল আলোচিত ডবল ইঞ্জিন সরকারের হল কী?'

রেশন ডিলারদের আর্থিক উন্নয়নে নয় দফা ব্যবস্থা খাদ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'রেশন ডিলারদের আর্থিক উন্নয়নে রাজ্য সবসময় সচেতন। তাই তাদের ধর্মঘটের কোনও যৌক্তিকতা নেই।' রেশন দোকান মালিকদের ধর্মঘটী সংগঠন যথাক্রমে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল শপ ডিলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন,কলকাতা অ্যান্ড আর্বান ফেয়ার প্রাইস শপ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর নেতৃত্বকে চিঠি দিয়ে এমনটাই জানালেন রাজ্য খাদ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব। আর এই চিঠিই এবার এল প্রকাশ্যে। যেখানে রেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও দোকান মালিকদের আর্থিক উন্নয়নে ৯ দফা ব্যবস্থা নিয়েছে তা বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, কোনও রাজ্য রেশন ডিলারদের হ্যান্ডেলিং লোকসান বাবদ কোনও টাকা বরাদ্দ করে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিঠি দিয়েও কোনও জবাব পায়নি। তারপরও ২০২২ সালের ১ অগাস্ট থেকে রাজ্য রেশন ডিলারদের এই ক্ষতি মেটাচ্ছে। আর এই খাতে বছরে রাজ্য খরচ করে ৫৪ কোটি টাকা। রেশন ডিলাররা ০.২০ শতাংশ এবং হোলসেল ডিস্ট্রিবিউটাররা ০.১০ শতাংশ হারে এই ক্ষতির টাকা পেয়ে থাকেন। রেশনে খাদ্যশস্য অর্থাৎ চাল,গম, চিনি বিতরণের সময় কিছু পরিমান পরে নষ্ট হয়। এই লোকসান রেশন দোকানের মালিকরা মেটান। এখন রাজ্য সরকার তা কিছুটা বহন করছে।

প্রসঙ্গত, রেশন দোকানদাররা খ াদ্যশস্য বিতরণের জন্য প্রতি কুইন্টালে ৯৫ টাকা কমিশন পান। যার মধ্যে কেন্দ্র দেয় মাত্র ৪৫ টাকা। বাকি টাকা দেয় রাজ্য সরকার। এরপরও রাজ্য সরকার তাদের অতিরিক্ত ৫০ টাকা কমিশন দিয়ে থাকে প্রতি কুইন্টালে। দুয়ারে রেশন চালু করার পর রেশন দোকানদারদের চাল-গম-চিনি গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতি কিলোগ্রামে ৭৫ পয়সা করে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। এছাড়াও দুয়ারে সরকার চালু করার পর রেশন দোকান মালিকদের মাসিক ৫ হাজার টাকা আয় নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা করেছে। রাজ্য খাদ্য দপ্তরের তরফে সংগঠনগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে খাদ্য দপ্তরের এই বার্তা বিভিন্ন রেশন ডিলারদের যাতে পাঠানো হয়। রেশন ডিলারদের ডাকা ধর্মঘটের আগে রাজ্যের এই চারটি সংগঠনকে চিঠি দেওয়া হলেও এবার সেই চিঠি প্রকাশ্যে। যদিও এই চিঠির বক্তব্য নিয়ে খাদ্য দপ্তরের কোনও কর্তা মন্তব্য করতে চাননি।

সরস মেলায় প্রান্তিক শিল্পীরা মন কাড়লেন তিলোত্তমাবাসীর

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: শীতের কলকাতায় নজর কাড়ে নানা মেলা আর উৎসব। এই সব মেলায় অংশ মূল আকর্ষণ থাকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রান্তিক শিল্পীদের উপস্থিতি। তাঁদের শিল্প নৈপুন্যই ফুটিয়ে তোলা হয় এই সব মেলার মাধ্যমে। কলকাতায় এমনই একটি নজরকাড়া মেলা হল সরস মেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনন্দধারা প্রকল্পের আওতায় বাংলার মা-বোনেদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যেই এই সরস মেলা।

দীর্ঘকাল ধরে হস্তশিল্পীরা ভীষণ সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছেন। তাঁদের দিশা দেখাতেই মূলত এই সরস মেলার আয়োজন। যে কারণে এই মেলা প্রাঙ্গনে পা রাখলেই দেখা মিলেছে বাঁকুড়ার টেরাকোটা, পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মুখোশ, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল থেকে শুরু করে বাংলার প্রতিটি জেলার হস্তশিল্পীদের তৈরি শিল্পকাজ। আর মেলা থাকবে অথচ লোভনীয় খাবার থাকবে না তা তো হতে পারে না। ফলে এই মেলাতে নজরে এসেছে ফুড কোর্টও। যেখানে ছিল ৩০টি ফুড স্টল। আর এই সব ফুড স্টলে মিলেছে বাংলার বিভিন্ন জেলার খ াবারের রকমারি লোভনীয় পদ। এছাড়াও মেলার মাঠজুড়ে ছিল নার্সারি প্যাভিলিয়ন, চিলড্রেন্স কর্নার, অ্যাক্টিভিটি সেন্টার, সেলফি জোন, এটিএম সব কিছুই। এরই সঙ্গে পাশাপাশি প্রতিদিন মেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে নানা ধরনের সংস্কৃতি অনুষ্ঠানও।

কেমন ছিল এবারের এই সরস মেলা? এই সম্পর্কে আয়োজক সংস্থার তরফ থেকে জানা গেছে, ১২ দিনের এই মেলায় দেশ-বিদেশ মিলিয়ে ২২৫টি স্টল থাকছে। এর মধ্যে অসম, অন্ধপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, গোয়া মিলিয়ে ২১টি রাজ্যের প্রতিনিধি মেলায় অংশ নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এবছর লাদাখ, কেরালা, রাজস্থানও অংশ নিয়েছে। সব মিলিয়ে এক হাজার প্রতিনিধি নিজেদের হাতে তৈরি পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন এই মেলা প্রাঙ্গণে।

এদিকে মেলার শেষ দিনেই প্রতিটি স্টলের বাইরে নজরে এসেছে দীর্ঘ লাইন। শুধু তাই নয়, বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাকে দু'হাত ভরে কিনে নিতে দেখা গিয়েছে বাংলার মেয়েদের তৈরি ঝিনুকের দুর্গা, পাটের ময়ূর, খড়ের পেন্টিংও। বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে প্রান্তিক শিল্পীদের এই সেতুবন্ধনের কাজটা করেছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। এখানে বলতেই হয়, নভেম্বরে বাণিজ্য সম্মেলনের শেষ দিনে মুখ ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'গ্রামই এখন গ্রোথ সেন্টার। বড় শিল্প তত কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছে না, যা করে দেখ াচ্ছে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প।' মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি যে কোনও ভাবেই ভুল নয় তার হাতেগরম প্রমাণ দিল এই সরস মেলা। যেখানে গাইঘাটার ঝিনুকের শো পিস, মালদহের লিচুর মধু, বালুরঘাটের চিনি আতপ, রায়গঞ্জের তুলাইপাঞ্জি, মুর্শিদাবাদের শাড়ি, কিংবা হাওড়া শ্যামপুরের জৈব ফুলকপি নজরে এসেছে মেলার নানা টেবিলে। আর এই সব বস্তুর যে বিপুল চাহিদা রয়েছে কলকাতার বাজারে তার প্রমাণ মিলেছে মুহূর্তের মধ্যে তা বিক্রি হয়ে যাওয়ায়। এছাড়াও মেলা প্রাঙ্গণে নজর কেড়েছে ঝিনুকের দুর্গা। সঙ্গে দেদার বিক্রি হতে দেখা গেছে ঝিনুকের হাতি, বক, শ্যামা মায়ের মূর্তিও।

বিকিকিনি এতই, একাধিক স্টলে মেলা শেষের আগেই পসরা শেষ। তবে কলকাতার পর ৫ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে শুরু হবে সরস মেলা। এছাড়াও 'সৃষ্টিশ্রী' নামে পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদহ এবং দুর্গাপুরেও হবে মেলা। শুধু তাই নয়, এই সব শিল্পীর তৈরি করা জিনিস বিক্রির ব্যবস্থা করা হচ্ছে অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও।

নন্দিনী চক্রবর্তীর নিয়োগ অবৈধ তকমা দিয়ে আইনি লড়াইয়ের ইঙ্গিত শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের নব নিযুক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর নিয়োগকে 'অবৈধ' বলে দাবি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। নন্দিনী চক্রবর্তীকে স্বরাষ্ট্রসচিব হিসাবে ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টা পর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন শুভেন্দু। সেখানে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমারের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পাশাপাশি নন্দিনীর নিয়োগ অবৈধ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি এও লেখেন, 'সরকার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে স্পষ্ট স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের প্রধান সচিব হতে হলে অতিরিক্ত মুখ ্যসচিব পদমর্যাদার ১৭ লেভেল অফিসার হতে হবে। সেখান থেকেই স্পষ্ট এই নিয়োগ অবৈধ।

এখানেই শেষ নয়, সদ্য এই নিয়োগ নিয়ে শুভেন্দু তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এও লেখেন,'রাজ্য প্রশাসনের ১৩ জন অতিরিক্ত মুখ ্যসচিব এবং ৫ জন প্রধানসচিবকে বাদ দিয়ে স্বরাষ্ট্র দফতর অবৈধ ভাবে স্বরাষ্ট্রসচিব নিয়োগ করেছে।' তিনি যে এই বিষয়টিতে অনেক দূর পর্যন্ত যাবেন তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন এক্স হ্যান্ডেলে। সেখানে হুঁশিয়ারির সুরে তিনি জানান, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ারও কথা ভাবছেন তিনি।

রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতার আরও অভিযোগ, কেবল স্বরাষ্ট্রসচিবই নয়, এর আগে একাধিকবার অবৈধ ভাবে আমলা আধিকারিকদের নিয়োগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে রাজীব কুমারের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, রাজীব কুমার আইপিএস হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব কেন করা হল?

একইসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে দেশের ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় কুমার ভল্লাকে উল্লেখ করেন বিরোধী দলনেতা। সেখানেই তিনি লেখেন, 'আমি এই অবৈধ নিয়োগের বিরোধিতা করে আইনি পদক্ষেপ করব। তৃণমূল সরকারের এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের আইএএস অ্যাসোসিয়েশনকে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আবেদন করছি।' প্রসঙ্গত, রবিবার বছরের শেষ দিনে নবান্নের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব এবং মুখ্যসচিবের নাম ঘোষণা করা হয়। স্বরাষ্ট্রসচিব পদ থেকে মুখ্যসচিব হন বিপি গোপালিকা। আর পর্যটন দপ্তরের সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে করা হয় স্বরাষ্ট্রসচিব। ইতিমধ্যে নন্দিনী চক্রবর্তী নবান্নে এসে কাজও শুরু করেছেন।

সম্পাদকীয়

বর্তমান সমাজে এখন ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন সাইবার প্রতারণা

এই বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে ক্রমশই একটি প্রতারণার প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে প্রকাশনার হাতছানির মাধ্যমে। সম্ভাব্য প্রতারিতকে প্রাথমিক ভাবে বলা হয় লেখা, কবিতা, অণুগল্প, আঁকা যা কিছু পাঠালে (একটির বেশি নয়) তাঁকে মেডেল, শংসাপত্র সমস্ত কিছু দিয়ে মঞ্চানুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তবে প্রধান শর্ত হল সৌজন্য সংখ্যাটিকে প্রার্থীকে কুরিয়ার চার্জ-সহ কমবেশি ৩০০ টাকায় প্রি-বুক করতে হবে। প্রথমে মোটামুটি পনেরো দিনের সময় দেওয়া হয় লেখা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ জানিয়ে। তার পর প্রতারকরা বিশেষ বিশেষ কারণ দেখিয়ে (বা কখনও না দেখিয়েও) আরও দু'মাস মতো তাদের ভুয়ো বিজ্ঞাপন চালায় গ্রুপে। 'যাঁরা এখনও লেখা জমা দেননি তাঁরা এখনই লেখা পাঠান আর অন্তত একটি সংখ্যা প্রি-বুক করুন। আর বেশি দিন সময় বাড়ানো যাবে না'; এ ক্ষেত্রে এই ভাবে মেসেজ পাঠানো হয়। এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে থাকেন এক জন সম্পাদক বা সম্পাদিকা, আর আরও তিন-চার জন অ্যাডমিন। অ্যাডমিনদেরই এক জনের ইউপিআই অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে বলা হয়। কিছু দিন পর সেই সম্পাদক বা সম্পাদিকা গায়েব হয়ে যান আর সেই অ্যাডমিন তখন গ্রুপের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিন মাস পরেও কেন বই প্রকাশিত হচ্ছে না, তখন তিনি এই বিষয়ে হাত ঝেড়ে ফেলে সম্পাদক বা সম্পাদিকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। যদি কেউ এর পরেও গ্রুপের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তবে তাঁকে বলা হয় যে, অ্যাডমিন হিসাবে উনি যা খুশি করতে পারেন। এই ভাবে এক-একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে, বহু জনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে, বেশ কিছু মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে প্রতারকরা গা ঢাকা দেয়। ক্ষতির অঙ্ক খুব বেশি না হলেও, এও এক ধরনের সাইবার প্রতারণাই।

শাশ্বত কথা

পরকালের ফল

ভবিষ্যতে বা পরকালে যদি ভাল ফল চাও,তবে তাহার জন্য এখনই উপযুক্ত কাজ কর। যাহার ইহকাল নাই তাহার পরকালও নাই। পরব্রহ্ম ত একই। কিন্তু বহুরূপে কত লীলাই না করিতেছেন। সুখ তো দুই দিনের — পরিণাম তো অন্ধকার। কর্তব্যকর্ম করিয়া যাও আর সর্বদা মনে মনে 'রাধে রাধে' জপ কর। জ্ঞানের ভূষণ ধ্যান, ধ্যানের ভূষণ ত্যাগ, আর ত্যাগের ভূষণ শান্তি। অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধ্যান হইতে যথার্থ ত্যাগ আসে,আর ত্যাগ হইতেই যথার্থ শান্তি লাভ হয়। শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ কর, শ্বাস বৃথা যাইতে দিবে না। সকলে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রিত হইয়া থাক, কপট গুরুর নিকট হইতেদূরে সরিয়া থাক।

— শ্রীশ্রী রামদাস কাঠিয়াবাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

চেতন শর্মা

১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হান্নান মোল্লার জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় চেতন শর্মার জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট টেবিল টেনিস খেলোয়াড় পৌলমী ঘটকের জন্মদিন।*

অসুখী জীবনকে আড়াল করার আয়োজনেই হ্যাপি নিউ ইয়ারের আলো নিভে যায়!

স্বপনকুমার মণ্ডল

অভ্যাসে আনন্দ বেশিক্ষণ থাকে না। পেতে না-পেতেই তার উষ্ণতা শীতল হয়ে পড়ে। অচিরেই তা শুকনো ফুলের মতো মন থেকে ঝরে যায়। এজন্য অভ্যাসে একঘেয়েমি আসে,জীবনকেও ভারী করে তোলে। তখনই নতুন কিছু পাওয়ার জন্য মন আনচান করে। সেই নতুনের পরশে তার উতলা অস্থিরতা আজীবন সচল সরব। অজানা খনির পরশ মনির খোঁজে তার অবিরত অবারিত পথচলা। এই নতুনের অভিসারেই থাকে নতুন জীবনের হাতছানি। সেখানে শুধু নতুন কিছু পাওয়াই যথেষ্ট নয়,নতুন করে পাওয়াও জরুরি মনে হয়। চির নতুনের পূজারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো হারিয়েও নতুনের সন্ধানের কথা বলেছেন। তাঁর সেই অমোঘ উচ্চারণ, 'তোমায় নতুন করেই পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণে'। এজন্য পথচলাতেই আনন্দ। সেখানে পুরনো হওয়ার অবকাশ থাকে না,অভ্যাসের একঘেয়েমি আসে না। সেই চলার মধ্যেই জীবনকে নতুন করে পাওয়ার উত্তেজনা জেগে ওঠে, নতুনের আবাহনে নতুন জীবনের হাতছানি আন্তরিকতা লাভ করে। নব নব রূপে তার আমন্ত্রণ, নিত্য নব ভাবে তার আয়োজন। সেখানে সময়কে নতুন করে পাওয়ার চেতনায় আপনাতেই শুভ সূচনাবোধে মুদ্রাদোষকেই বরণ করে চলার বাতিক ভর করে, অনিশ্চয়তাকেই সুনিশ্চিত ভাবার আড়ম্বর স্ববাকমূর্তি নিবিড় হয়ে ওঠে। নিউ ইয়ার হয়ে যায় হ্যাপি নিউ ইয়ার, নববর্ষও শুভ নববর্ষ। অথচ সেখানে কেউ হ্যাপি-আনহ্যাপির হিসেব করে না,শুভ-অশুভের বিচারে যায় না। মনের প্রত্যাশাকে রঙিন করে তোলে মাত্র। আর তাতেই প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার ফাঁকে অভ্যাসের জীবন কখন যে এগিয়ে চলে আরেকটি নতুন বছরের দিকে,তা বোঝার উপায় থাকে না। বরং নতুন করে জীবন শুরু করার প্রত্যাশায় নতুন বছরের অভ্যাসে অবসাদ নিবিড় হয়ে আসতেই সেই বছরের মাঝেই আগামী নতুন বছরের হাতছানি জেগে ওঠে। সেক্ষেত্রে নতুন করে নিজেকে বিস্তারের সূচনাতেই হ্যাপি নিউ ইয়ারের বা শুভ নববর্ষের আয়োজন আন্তরিক হয়ে ওঠে। 'হ্যাপি'র মুদ্রাদোষে নিউ ইয়ারের ঘটা অজান্তেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে, বার্থডের মুদ্রাদোষেও একাকার মনে হয়। সেখানে নিউ ইয়ারকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে মানিয়ে নেওয়া যায়,মেনে নেওয়াও চলে,মনে নেওয়া দুরূহ।

আসলে জীবনের অস্তিত্বেই অতৃপ্তির সীমাহীন বিস্তার,চাহিদার অনন্ত আকাশ। জীবন যত এগিয়ে চলে, তত তার অতৃপ্তি বেড়ে যায়, ততই তার অচেনা-অজানার নিত্যনতুনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ জেগে ওঠে। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সদিচ্ছা যত তীব্র হয়,ততই মনের চলনে নতুনের বিস্তার হাতছানি দিয়ে চলে। সেখানে জীবনে মোড় ফেরার মধ্যেই নতুনের অভিনব রূপে কেউ সাফল্য খোঁজে, কেউ নতুন জীবন মনে করে। ক্যালেন্ডারের দিন শেষ হয়ে যায়, তবুও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই জীবনের মোড় ফেরানো সম্ভব হয় না। নিউ ইয়ারের হ্যাপি'র আনন্দ ঝাড়বাতির আলোর মতোই নিভে যায়, জীবনের বাড়িঘরকে আলোকিত করতে পারে না। সেক্ষেত্রে অভাবই স্বভাবি মনকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করে না, ভুলিয়ে রাখতেও তার জুড়ি নেই। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে সান্তাক্লজের উপহার প্রদান থেকে ১জানুয়ারি কল্পতরুর মনোবাঞ্ছা পূরণের মধ্যেও সেই একই চেতনার বিস্তার। আধুনিক ভোগী জীবনে সবকিছুকে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে দেখতে গিয়ে কেরিয়ারসর্বস্ব জীবনে শুধুই মাইনে,বেতন,উপরি পাওনা,উপরি আয়, বোনাস, ঘুষ, বাড়তি আয়, উপহার প্রভৃতির মধ্যে লাভ-লোকসানের হিসেবে বিপর্যস্ত মানুষই রূপকথাকে আঁকড়ে আনন্দ পেতে চায়, কল্পনার লাগাম টেনেও স্বপ্ন দেখে। আসলে ভোগ্য বস্তু বা তার উপকরণে কিংবা আনন্দের সামগ্রীতে আনন্দ মেলে না, তা একান্তই মনের বিষয়াশয়। সেই মনেই রূপকথার বসতি।

বিজ্ঞানের আগ্রাসী অগ্রগতিতে আধুনিক ভোগীবিশ্বে অভ্যাসের মুদ্রাদোষে পীড়িত জীবন, মনও তার কেনা গোলামের মতো দাসত্ব করে। সেখানে প্রেম-ভালবাসা, আদর-স্নেহ, শ্রদ্ধা-সম্মান সবই প্রায় দুর্লভ। অনেক ক্ষেত্রেই তা যান্ত্রিক ও কৃত্রিম এবং লোকদেখানো প্রদর্শনী। সেসবই পণ্যায়িত বিশ্বে বিপণনের কাজেও সামিল হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঘুষ রঙ বদলে উপহার হয়ে ওঠে, বাড়তি ইনকামে তা আভিজাত্য লাভ করে। অনিচ্ছায় দিলেও অনুদানকে দান মনে করতে হয়। শান্তি কেনার জন্য যে মস্তানি ট্যাক্স বা টাকা দেওয়া হয়,তাও চাঁদা নাম ধারণ করে। তাতে কারও মনে আন্তরিক উপহারে শৈশবের বিস্ময়কর আনন্দ জাগে না, দানের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে না, প্রতিবেশীর সম্পর্কে উষ্ণতাও অধরা মাধুরী মনে হয়। সেখানে ক্যালেন্ডারের পাতায় ছকবন্দি দিনগুলো রাতে মিলিয়ে যায়,অন্যমনে আঁধার কেটে আলোর পথে রূপকথা জেগে থাকে। নতুন ভোর বা সোনালি সকালের হাতছানিতে বছরটি যখন পুরনো হয়ে ঝরে পড়ে,সেই রূপকথাই তখন নতুন জীবনের স্বপ্ন ফেরি করে। সান্তাক্লজের শিশুদের উপহারে অবিশ্বাস জাগে না, রোমাঞ্চিত করে রূপকথায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু রূপ কল্পনাকে উপেক্ষা করেই সগৌরবে ঐশ্বরিক অনুভূতি সঞ্চার করে। ভোগী মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা যত বাস্তবমুখী হয়,ততই প্রশান্তির অভাব তীব্র হয়ে ওঠে। বৈধ পথে অর্জনের চেয়ে অবৈধ ভাবে উপার্জনে অর্থের প্রাচুর্য যত বাড়তে থাকে,ততই আনন্দের অভাব ঘটে,শান্তি বিঘ্নিত হয়। অভ্যাসের জীবনে তখন একদিকে ভালবাসার সামান্য উপহারে রূপকথার বরপ্রাপ্তির আনন্দ বয়ে আনে, অন্যদিকে আগ্রাসী ক্ষুধার ইচ্ছে পূরণে কল্পবৃক্ষের ফলের প্রত্যাশা জেগে ওঠে। সেখানে ভোগের লালসায় লোকের আত্মজ্ঞান হারিয়ে যায়। ভোগবিলাসে জীবনের সার্থকতা খুঁজতে গিয়ে লোকের চৈতন্যের আনন্দই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কাশীপুরের উদ্যানবাটিতে(১৮৮৬-র ১ জানুয়ারি) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সেই চৈতন্যের জাগরণকেই তাঁর আশীর্বাণীতে মূর্ত করে তুলেছেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। সেই আত্মসচেতনতার মধ্যেই প্রকৃত আনন্দের হাতছানি নিবিড় হয়ে ওঠে। আর তাতেই মেলে 'হ্যাপি' হওয়ার চাবিকাঠি। সেই চাবিকাঠির প্রত্যাশায় নিউ ইয়ারকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে বিভূষিত করার মধ্যেই আমাদের সাধ ও স্বপ্ন নতুন করে রাঙিয়ে নেওয়ার অবকাশ পায়। অথচ তা অজান্তেই মুদ্রাদোষের শিকার হয়ে ওঠে।

বহুমুখী ক্ষুধায় তাড়িত জীবনে চৈতন্যে মোড় ফেরার ব্রত অজান্তেই ভোগে মত্ত পৃথিবীতে সক্রিয় হতে পারে না। ভোগ জীবনকে শুধু স্বার্থপরতায় বশীভূত রাখে না, চেতনাকেও মোহাচ্ছন্ন করে তোলে। তাতে চৈতন্যের জাগরণ ব্যাহত হয়, সাধনার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। এজন্য সেই মোহাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতেই দিনের পরে দিন চলে যায়, মাসের পরে মাস, বছরের পর বছর। কখনও যদি বছরের মাঝে বা শেষে চৈতন্যোদয় হয়, তখনও তা নতুন বছরে শুরু করার ভাবনা গড়িয়ে চলে। হ্যাপি'র বিজ্ঞাপনী মোড়কে নিউ ইয়ার আসে যায়, সুকুমার রায়ের খুড়োর কলে নতুন জীবনের দূরত্ব বজায় থাকে। সময় এগিয়ে চলে, নববর্ষ প্রাচীনত্ব লাভ করে ইতিহাসে আশ্রয় নেয়। সেখানে আনহ্যাপির প্রাচুর্য,অশুভের আধিক্য। সভ্যতাগর্বী আধুনিকতা ইচ্ছেমতো নিজেকে আলোর রোশনাইয়ে রাঙাতে পারে, ভোগবিলাসে মত্ত করতে পারে, কিন্তু মানুষের মন ও মননবিশ্বের নতুন জীবনের চাবিকাঠিটি এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি। বিশ্বায়নের যুগে ঘরে-বাইরের দূরত্ব মুছে ফেলায় সকলেই আজ বিশ্ববাসী। সেক্ষেত্রে নিজের ঘরই সেখানে পর হয়ে উঠেছে। বিশ্ববাসী হয়ে সকলেই কমবেশি আজ মানসিকভাবে উদ্বাস্তু হয়ে উঠেছে। সেখানে মনের ঘরে নিঃসঙ্গ, একাকী জীবন আরও আত্মসংকটে। এজন্য হোটেলে গিয়েও লোকে মায়ের হাতে রান্না খোঁজে বা ঘরোয়া রান্নার বিজ্ঞাপন দেখে। বর্ষবরণে ঘর থেকে বাইরে এসে আনন্দযাপনের নামে হৈহুল্লোর উন্মাদনার মধ্যে হ্যাপি হ্যাপি ভাবের বিজ্ঞাপন অচিরেই সরে যায়, অতৃপ্ত অসুখী সেই উদ্বাস্তু জীবন জেগে ওঠে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বিবেকানন্দের সমাজগঠন ভাবনা ও তার প্রাসঙ্গিকতা

গার্গী সেনগুপ্ত

১৮৬৩ সাল অশিক্ষা, কুশিক্ষা, পরাধীনতা ও দারিদ্র্যে ধর্মের প্রানকেন্দ্র ভারতবর্ষ যখন পথ হারিয়ে ফেলেছে- সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভবিষ্যৎ মানবজাতির অভ্রান্ত পথ নির্দেশকরূপে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যানের এক পরিপূর্ণ আদর্শরূপে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়েছিলেন। যুক্তিশীল, মননশীল ও বৈদান্তিক বিবেকানন্দ ধর্ম, দেশ ও কালের বিশ্লেষণ করেছেন মানবতাবাদের আদর্শে। লোকায়ত দার্শনিক শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য উত্তরসূরীরূপে বিবেকানন্দ ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে তার বিশ্ববিশ্রুত বক্তব্যে ভারতীয় ধর্ম, অখন্ড চৈতন্যের প্রকাশ ও ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন স্বরূপকে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষ সবসময়ে তার হৃদয় জুড়ে থাকত। ভারতমাতাকে ঘিরে স্বপ্ন ও কল্পনা সর্বদা তার মনকে আচ্ছন্ন রাখত। ভারত ছিল তার কাছে পুণ্যভূমি। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা তার কাছে পবিত্র। আবার বিবেকানন্দের কাছে ভারতবর্ষ শুধু ধ্যানের ও জ্ঞানের দেশ নয়, নিরন্ন, বুভুক্ষু, অশিক্ষা ও দারিদ্রপীড়িত মানুষের দেশ। দেশের প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে দেখার প্রবল আগ্রহী পরিব্রাজকরূপে তার ভারত ভ্রমণ। আর আবহমান কাল ধরে মানব ধর্মের যে প্রবাহমানতা এই ভারতবর্ষে ধীরবহতা নদীর মত বয়ে চলেছে তার গতিসঞ্চারকেই তিনি জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।

বৈদান্তিক ধর্ম সম্পর্কে সুগভীর আগ্রহ থাকলেও বাস্তববাদী ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বিবেকানন্দ মনে করতেন যে মানুষের আত্মা শক্তিকে উপলব্ধি করাই হলো বাস্তব ধর্ম। এই উপলব্ধি করাই হলো ধর্মপালন আর আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়েই মানুষের মুক্তি অর্জন সম্ভব। ধর্মের আচরণ প্রবন্ধে স্বামীজী স্পষ্টই বলেছেন- 'স্বর্গরাজ্য আছে আমাদের ভিতরেই। তিনি হচ্ছেন সকল আত্মার আত্মা, সেই ঈশ্বরকে আপন আত্মার মধ্যে প্রত্যক্ষ করুন। এটাই হল বাস্তব ধর্ম, সেটাই হল মুক্তি।' কার্ল মার্কস বলেছেন- Man make religion but religion does not make man... Religion is the self consciousness and self feeling of man who has either not yet found himself or already loss himself again. অন্য ভাবাদর্শে ও অন্য প্রেক্ষাপটে হলেও স্বামীজীর মধ্যেও যেন এই কথাগুলির মূল সুরটির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তাইতো তার কণ্ঠেই আমরা শুনেছি- 'যে ভগবান আমাকে এক টুকরো রুটি দিতে পারেন না, তিনি স্বর্গে আমাকে অনন্ত শান্তি প্রদান করবেন — তা আমি বিশ্বাস করি না।' বাস্তবিক পক্ষে স্বামীজী একটি আদর্শ ভারত নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যার বুনিয়াদ হবে মানবধর্ম। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর ঘন্টা নাড়া পূজায় দারিদ্র, পরাধীনতা ও দাসত্ব ঘুচবে না। শোষণমুক্ত সমাজ স্বপ্নই থেকে যাবে। স্বামীজী তীব্র ভাষায় বলেছেন- যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা মনে করে না, তা কি আবার ধর্ম... যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু-হাজার বছর ধরে খালি বিচার করছে- ডানহাতে খাব কি বামহাতে; ডান দিক থেকে জল নেবো কি বাঁদিক থেকে এবং ফটফট স্বাহা, ক্রাং কুং, হুঁ হুঁ করে চলেছে আহর্ণিশ, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে? বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে এবং অন্য বহু রচনা ও চিঠিপত্রের যে শূদ্রোত্থানের কথা বলেছেন, তার মধ্যেও তার মানবপ্রেমের মহান আদর্শটি নিহিত। আবার তিনি যে সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও ধর্মসমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছেন তার মধ্যেও সেই একই মানবতাবাদকে খুঁজে পাই

কার্ল মার্কস শ্রমিক শ্রেণীকে প্রাধান্য দিয়ে শ্রমিকদের শোষণ থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও শূদ্র তথা শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণের কথা বলেছেন বারংবার। বিবেকানন্দ সমাজের উৎপাদনধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উৎপাদনের উপাদানের মূল কেন্দ্র হলো শ্রম ও শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই মূল শক্তি বর্তমান। তাই তার কথায়... আরও নতুন ভারত বেরুক... বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুঠির ভেদ করে, জেলে, মালো, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সহেছে, নিরবে সহেছে... তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি... অর্থনৈতিক উন্নতি তথা ঐতিহাসিক সমাজ বিবর্তনের মধ্যেই শ্রেণী সংগ্রাম তথা সমন্বয়ের ধারা লুকিয়ে আছে। বিবেকানন্দের চিন্তনে ও মননে সেই ভাবনাই অব্যাহত ছিল। বিবেকানন্দ বুঝিয়েছিলেন প্রকৃতির নিয়মে সবকিছু পরিবর্তিত হলেও মানুষের তথা মহৎমানুষের একটা বিশেষ ভূমিকা থেকে সমাজ উন্নয়নে, মানুষের অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়নে। মানুষের শক্তি তার নিজের মধ্যে নিহিত আছে, সেই শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে- শুধু মাত্র আত্মকল্যাণে নয়, মানবকল্যাণে। তবে দেশ, জাতি তথা পৃথিবীর মঙ্গল হবে। প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাকে আত্মস্থ করে তাকে বাস্তববিপ্লবের আকার দিতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। তিনি এও বুঝেছিলেন যে কোন সমাজ বা দেশের সমস্যা বহিরাগত নয়, বরং সমাজের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জড়িয়ে আছে। সমাজ তথা দেশের সমস্যার সমাধান দেশীয় পদ্ধতিতেই করতে হবে। ইতিহাসের ধারা থেকে ত্রুটি খুঁজে বের করে, সেই ত্রুটি দূর করার মধ্য দিয়েই সর্বসাধারণের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব। প্রকৃত চেতনার পূর্ণবিকাশের মধ্য দিয়েই সামাজিক ও মানবিক বিবর্তন আসে । আসে অর্থনৈতিক বিবর্তনও। দেশের যুবসমাজকে দেশগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতেই হবে। তবেই সম্ভব হবে ভারতের জাতিগঠন প্রক্রিয়া।

স্বামীজী ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ার যথার্থ বিশ্লেষণ করে গেছেন। মার্কসবাদীরা যেভাবে সমাজবাদের দৃষ্টি থেকে সমাজ বিবর্তন লক্ষ্য করে থাকেন স্বামীজি সেভাবে না করে থাকলেও তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এইভাবে সমাজ বিবর্তনকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় স্বদেশচেতনা ও শ্রমিক স্বার্থবোধ একাত্মতা লাভ করেছিল। শিকাগো থেকে হরিদাস বিহারী দাস দেশাইকে লিখেছেন 'কোথায় ইতিহাসের কোন যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীন-দুঃখীদের জন্য চিন্তা করিয়াছে? অথচ ইহাদের নিষ্পেষণ করাতেই তাহাদের ক্ষমতার প্রাণশক্তি...।' ভারতেও শোষিত শ্রমজীবীরা কখনোই শোষকশ্রেণীর করায়ত্ত রাজশক্তির সমর্থনে দাঁড়াবার মতো উৎসাহ অনুভব করেনি। রাষ্ট্রক্ষমতার জল কোনদিনই তাদের হাতে ছিল না। বারবার তারা মার খেয়েছে, সেই কারণে রাজা কে হল বা না হল সে সম্পর্কে সমাজের অবজ্ঞাত শূদ্রদের কোন উৎসাহ ছিল না। তাই বিবেকানন্দ শ্রমজীবী ও শূদ্রশ্রেণীর মৌলিক উন্নতিতে মনোনিবেশ করেছিলেন যাতে তারা তাঁদের কঠোর শ্রম দিয়ে দেশের উন্নতিতে সহযোগিতা করতে পারে। স্বামীজী তাকে শূদ্রশ্রেণী বলেছেন, যাকে কার্ল মার্কস বলেছেন সর্বহারা শ্রেণী। দুজনেই দারিদ্র মুক্তির জন্য সারা জীবন লড়াই করে গেছেন। কিন্তু মার্কসের চিন্তা ধারণা ছিল বস্তুবাদভিত্তিক আর এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ছিল বেদান্তভিত্তিক। তার নিজের ভাষায় এমন সময় আসবে যখন শূদ্রত্ব প্রাধান্য লাভ করিবে; একাধারে ক্ষত্রিত্ব অন্যধারে বৈশ্যত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহাতে সর্বদেশে ও সর্বসমাজে শূদ্ররা একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাস দৃষ্টা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সর্বহারা মানুষের যে দেশেরই হোক স্বামীদেরকে প্রেমে আকর্ষণ ও বেদনায় আলোড়িত করত। স্বামীজী তার সারাটি জীবন ধরে ব্যক্তির চাইতে সমষ্টির মূল্য দিতেন বেশি। কেননা সমষ্টির মধ্যেই সমাজ, দেশ, শোষণ মুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সূর বর্তমান । মার্কসের মত সরাসরি শ্রেণী বিভাজনের কথা না বললেও ধনী-দরিদ্র বা শোষক-শোষিত শ্রেণীর কথা তার বহু রচনায় বারংবার বলেছেন এবং সেই সঙ্গে বলেছেন শোষিতশ্রেণীর শোষণ মুক্তির কথাও।

স্বামী বিবেকানন্দই হলেন সেই মহান পুরুষ, সেই বৈদিন্তিক সন্যাসী যিনি একদিকে যেমন প্রচার করেছেন শংকর বেদান্ত ঠিক তেমনিভাবে অন্যদিকে ঘোষণা করেছেন শোষিত মানুষের মর্মবাণী। জয়গান করেছেন সাম্যবাদের ও শূদ্রবিপ্লবের। বিবেকানন্দ এমন এক সময় জন্মান যখন মানুষ তার নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল। চলছিল হিংসা, দেষ, ঘৃণা ও শোষণের দাপট। সকল ধর্মের মধ্যে এসেছিল দ্বিচারিতা ও অনাদর্শ । মিথ্যার এই কারাগার থেকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন বিশ্বাস সত্যকে। শুনিয়েছিলেন সেই অভয়বাণী- আমাদের কিছুই হারায়নি। আমাদের সব আছে। আমরা শুধু কিছু দিনের জন্য আত্মবিস্মিত হয়েছিলাম। স্বামীজী পৃথিবীর বহু জায়গায় গেছেন। সর্বত্র দেখেছেন নিপীড়ন ও শোষণ। যুগে যুগে দেশে দেশে কোথাও জাতি কোথাও ধর্ম আর কোথাও তুচ্ছ অর্থনৈতিক ব্যবধান মানুষের মাঝখানে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে মানব সভ্যতার উপর আঘাত হেনেছে। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেছে এই আঘাত শেষ কথা নয়। শেষ কথা হল ত্যাগ ও সেবা। মানুষের মধ্যে কোন জাত নেই । ব্যাষ্টিকেই সমষ্টির মধ্যে মিশতে হবে। এ যেন কবিগুরুর সেই জীবনে জীবন যোগ করা। তবেই গড়ে উঠবে বিশ্বব্যাপী সেই শোষণহীন স্বপ্নের সমাজ। বিশ্ব মনীষার শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ বিবেকানন্দের এটিই ছিল আজন্মলালিত স্বপ্ন । ঈশ্বর ও মানুষ, আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতার সেতুবন্ধনে ব্রতী থেকেছেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। সেই মানব সমাজ স্বপ্ন দেখিয়েছেন তিনি যেখানে বেদ নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই কিন্তু আবার আছে বেদ, বাইবেল ও কোরান এর সমন্বয়।

আজকের এই সর্বব্যাপী অসহিষ্ণুতার যুগে তাই বিবেকানন্দের বাণী ও চিন্তার পুনরালোচনা ও চর্চা আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বড় বেশি প্রাসঙ্গিক।

লেখিকা: অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর, রাষ্টবিজ্ঞান বিভাগ, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, নদীয়া

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূল ব্লক সভাপতির মন্তব্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দাবি বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ব্লক সভাপতি কালোবরণ মণ্ডল দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর দাবি, ২০২৪ এর লোকসভা ভোটের জন্য মানুষের ঘরে ঘরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। আর তাতেই ভোট আসবে মানুষ যাঁকে চাইবে, তাঁকে কেউ হারাতে পারে না। উপমা তুলে দলেরই এক শ্রেণির বিরুদ্ধে তিনি দাবি করেন, বিগত পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল দলেরই একাংশ তাঁকে হারাবার চেষ্টা করেছিল, যেহেতু মানুষ তাঁকে চেয়েছে তাই তাঁকে হারাতে পারেনি।

ব্লক সভাপতির এহেন মন্তব্যে দলেরই মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা আবার প্রকাশ্যে উঠে এল বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের। রাজনৈতিক মহলের দাবি, বারে বারেই অণ্ডাল ব্লকের তৃণমূলেরই দু'টি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব সামনে এসেছে। বহুবার অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে দলকে। অন্যদিকে তৃণমূল ব্লক সভাপতি কালোবরণ মণ্ডলের মন্তব্যের কথা তুলে তৃণমূল দলকে কটাক্ষ করে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপির নেতা ছোটন চক্রবর্তী বলেন, 'পুরো তৃণমূল দলটাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ভরা। ব্লক সভাপতির এই মন্তব্যই তার প্রমাণ।' এছাড়াও ছোটনবাবু দাবি করেন, বিগত পঞ্চায়েত ভোটে গণতন্ত্রকে হত্যা করে জয়লাভ করেছে তৃণমূল।

যদিও ব্লক সভাপতি কালোবরণ মণ্ডল তাঁর এই মন্তব্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি দাবি করেন, এই ধরনের মন্তব্য এর আগেও তিনি বহুবার করেছেন। এই বিষয়ে তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দাবি, কালোবরণ মণ্ডল সভায় কী বলেছেন তাঁর জানা নেই। তবে ওনার কোনও বিষয়ে ক্ষোভ থাকলে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

উল্লেখ্য, সোমবার ১ জানুয়ারি রাজ্যজুড়ে পালিত হয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন অণ্ডাল ব্লকের খানদরা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সামনেও ছিল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ছিল দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ। উপস্থিত ছিলেন অণ্ডাল ব্লকের তৃণমূল ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদ সদস্য কালোবরণ মণ্ডল। প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় তাঁর বক্তব্য নিয়েই শুরু হয়েছে জল্পনা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060 9831919791

কেন্দ্র নিয়ম প্রত্যাহার না করলে চলবে আন্দোলন, হুঁশিয়ারি গাড়ির চালকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে মানতে হবে নিয়ম। এমনকি রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটলে চালকদের গুনতে হবে টাকা। কেন্দ্র সরকারের নতুন নিয়মের জেরে গোটা দেশের চালকরা বিপাকে পড়েছেন বলে দাবি। একই সঙ্গে কাঁকসার রাজবাঁধ সংলগ্ন তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার ডিপোর চালকরাও বিপাকে পড়েছেন।

সড়কে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে চালকদের গুনতে হবে ৭ লক্ষ টাকা। হবে ১০ বছরের জেল। কেন্দ্র সরকারের নতুন এই নিয়মের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রায় হাজারেরও বেশি গাড়ির চালক মঙ্গলবার রাস্তায় গাড়ি চালানো বন্ধ করে তিনটি তেল সংস্থার ডিপোর সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। চালকদের অভিযোগ, কেন্দ্র সরকার যে নতুন নিয়ম করেছে, তা মানতে গেলে কোনও চালক আগামী দিনে গাড়ি চালাতে পারবেন না। এমনিতেই চালকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। তার ওপর

নতুন করে নিয়ম লাগু করায় সমস্যায় পড়তে হবে চালকদের। তাই যতদিন না কেন্দ্র সরকার নতুন নিয়ম প্রত্যাহার করছে, ততদিন তাঁদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গাড়ির চালকরা।

তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্র সরকার জাতীয় সড়কগুলোতে সিসিটিভি বসাক। কে বা কারা দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে সেটা তারা দেখে নেবে। রাস্তায় যদি কোনও বাইক আরোহী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির তলায় ঢুকে যান, তা হবে লরি চালকেরই দোষ হয়ে যাবে, তার ওপর আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে লরি চালকদেরই। কেন্দ্রের এই নিয়ম তাই মানা সম্ভব না। চালকদের বিক্ষোভের জেরে দুই বর্ধমান-সহ আশপাশের বিভিন্ন জেলা ও বিভিন্ন রাজ্যে তেল পরিবহণ বন্ধ থাকায় বড়সড় সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। চালকদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ।

ঠান্ডা পানীয়ে বিষ মিশিয়ে যুবককে খুনের অভিযোগ বন্ধুদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: যুবকের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বর্ধমানে। মৃত যুবকের নাম মাহির উদ্দিন শেখ (১৮)। বাড়ি কালনা থানার ঝিকরা গ্রামে। মৃত যুবকের ময়নাতদন্ত হল মঙ্গলবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ঠান্ডা পানীয়ের মধ্যে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ এক যুবকের পরিবারের। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ দিন আগে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। গত ২৭ ডিসেম্বর একসঙ্গে রাজকোটে কাজ করা তাঁর বন্ধুরা তাঁকে পাণ্ডুয়ায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে গিয়েছিলেন ওই যুবক এবং সেখানে তাঁকে কোল্ড্রিংসের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়ে খাইয়ে দেন বন্ধুরা। বাড়ি ফিরে ওই দিন বমি করতে থাকলে পরিবারের লোকজন তাঁকে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা করান এবং বাড়ি ফিরে চলে আসেন। তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকলে, তাঁকে প্রথমে কালনা হাসপাতালে ভর্তি করেন ও সেখান থেকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকরা তাঁকে বিষ খাওয়ানোর কথা বলেন বলে দাবি। পরিবারের সদস্যদের দাবি, মৃত্যুর আগে ওই যুবক তাঁর বন্ধুদের কথা বলেন এবং তাঁকে কোল্ড ড্রিংস খাওয়ানো হয়েছিল সে কথাও জানান। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মঙ্গলবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

অষ্টম দুয়ারে সরকারেও প্রবল সাড়া, সাড়ে ৫ লক্ষের বেশি আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অষ্টম দফার দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে আবেদনপত্র জমা পড়ল সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি। যা সপ্তম দফার দুয়ারে সরকারের থেকে এখনও পর্যন্ত সব থেকে বেশি।

৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুয়ারের সরকার কর্মসূচির আবেদন পত্র গ্রহণ করার সময়সীমা ছিল। এবার জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হতে চলেছে আবেদনকারীদের পরিষেবা প্রদান করার কর্মসূচি। মঙ্গলবার দুপুরে এই দুয়ারের সরকার কর্মসূচির আবেদন পত্র বিষয় নিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনে বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে একপ্রস্তর আলোচনা করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। পাশাপাশি এদিন রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি বিষয়ে আলোচনা করেন জেলাশাসক সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, অষ্টম দফার দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি আবেদন পত্র জমা পড়েছে। সেইসব আবেদন পত্র খতিয়ে দেখে পরিষেবা প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। মালদা জেলায় এখনও পর্যন্ত যতগুলি বুথে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির কাজ হয়েছে, ঠিক ততগুলি বুথেই পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ৩৬টি প্রকল্পের পরিষেবা প্রদানমূলক কাজ গোটা জানুয়ারি মাসজুড়েই হবে। এবারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও ক্যাম্প করা হয়েছিল। ফলে আবেদনের সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে।

মুম্বইয়ে শোয়ে শেখা আদবকায়দায় স্কুল খুলে স্বনির্ভরতার পথে আমিশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মুম্বই গিয়ে যা কিছু শিখে এসেছেন, সেগুলি পাথেয় করে মাত্র ২৫০ টাকা প্রতি মাসের বিনিময়ে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে বাঁকুড়ার মেয়ে আমিশা খাঁ নাচের স্কুল খুলে স্বনির্ভরতার পথ খুঁজছেন।

নৃত্য ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে বাঁকুড়ার তিন কন্যা মুম্বই গিয়ে একটি জনপ্রিয় সর্বভারতীয় নাচের রিয়ালিটি শোতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যেই একজন ছিলেন আমিশা খাঁ। প্রতিযোগিতায় একের পর এক বড় শিল্পীদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাজ করে সঞ্চয় করা শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চান বাঁকুড়ার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে।

বাঁকুড়া শহরের লালবাজার এলাকার আমিশার বাঁকুড়া থেকে মুম্বই যাওয়ার অভিযানটাও সহজ ছিল না। বয়স যখন ৫ বছর তখন

পারিবারিক কারণে আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে পড়ে। আমিশা খাঁর মা মিঠু খাঁ একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে সংসারের হাল ধরেন। তখন থেকেই আমিশার চোখে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দানা বাঁধে। নিজেও একসময় বেসরকারি একটি হাসপাতালে কাজ করতেন আমিশা। সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে সম্পূর্ণ ভাবে নাচের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন তিনি।

আমিশা খাঁ জানান, মূলত ধারাবাহিকতা, শরীরের ফিটনেস এবং অনুশাসন কী ভাবে ধরে রাখ তে হয়, তাই শিখে এসেছেন তিনি এবং এই বিষয়গুলি বাঁকুড়ার নৃত্য প্রেমী ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরতে চান তিনি। সবরকমেরই নাচ শেখান আমিশা। অ্যাক্রবাটিক ডান্স এবং ফিটনেসের ওপরে নির্ভরশীল নাচের ওপরে আগ্রহী নতুন প্রজন্মের খুদেরা। নাচ ছাড়াও বাগান তৈরির শখ রয়েছে আমিশার। আমিশা খাঁর ছাত্রী মৌমিতা দাস বলেন, 'দিদির কাছে আমাদের স্বপ্ন পূরণের রসদ পাচ্ছি। বডি ফিটনেস, ডিসিপ্লিন এবং কী ভাবে বড় মঞ্চে কাজ করতে হয় সেটা শিখছি।'

সংশোধনী

এতদ্বারা ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপন যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং একদিন পত্রিকার ১৬.১২.২০২৩ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, **ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা লি, সম্পত্তি নং ৩** অধীনে যা পড়তে হবে "স্বত্বাধিকারী মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা লি, কোম্পানি হিসেবে" পরিবর্তে "স্বত্বাধিকারী ক্রিসেন্ট এক্সপোর্ট, কোম্পানি' এর পরিবর্তে " এবং **সম্পত্তি নং ৭ এর অধীনে** নাম পড়তে হবে "**খালিদ এবাদুল্লাহ (প্রয়াত), শ্রী তানবীর এবাদুল্লাহ এবং শ্রীমতি জাইনাব সুলতানা" পরিবর্তে "শ্রী খালিদ এবাদুল্লাহ (প্রয়াত)।"**

অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি পূর্বের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল কলকাতা সমীপে
৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১

আবেদন নং ১৯৯-২০১৮ সালের
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...... **আবেদনকারী**
-বনাম-
ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স এবং অন্যান্য ...... **বিবাদিগণ**

সমন

প্রতি
১) ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স, হেড অফিস : হর্স ভবন, "ই" ব্লক কনট প্লেস, নিউ দিল্লি শাখা অফিস : ২, এন সি দত্ত সরণি, থানা-হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১,
২) মেসার্স শ্রী শ্যাম ট্রেডিং কর্পোরেশন, ১৮৭, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা- ৭০০০০৭,
৩) শ্রী সঞ্জীব কুমার ডালমিয়া, স্বত্বা : মেসার্স শ্রী শ্যাম ট্রেডিং কর্পোরেশন, ১৮৭, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা- ৭০০০০৭,
৪) মেসার্স ল্যাক্সকন, ২৫এ, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬

যেহেতু আবেদনকারী ১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইনের ধারা ২০ অধীনে আবেদন করেছেন মহা.প্রিজাইডিং অফিসার, ডিআরটি-১, কলকাতা এর নির্দেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য বিচারের জন্য আপনাদের এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ট্রাইবুনাল সমীপে হাজির হতে সমন জারি করা হচ্ছে এবং ০৪.০১.২০২৪ তারিখে সংশ্লিষ্ট দাবির বিষয়ে লিখিত প্রতিবেদন পেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সকাল ১০.৩০ টা বা সংশ্লিষ্ট সময়ের অব্যবহিতভাবে সুবিধা মতো সময়ে।

আপনারা কোনও নথি দাখিল করতে চাইলে লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে তা তালিকাভুক্ত আকারে পেশ করতে পারেন।

আপনাদের নথিভুক্ত ঠিকানা এবং মেমো অব অ্যাপিয়ারেন্স দাখিল করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবী মারফত/ যথাযথভাবে নির্দেশিতভাবে আইনজীবী মারফত ট্রাইবুনাল সমীপে হাজিরার জন্য।

আরও অবগত হোন উক্ত বিষয় প্রক্রিয়াকালে সংশ্লিষ্ট তারিখে হাজির হতে ব্যর্থ হলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত, তারিখ ২ জানুয়ারি ২০২৪।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল কলকাতা

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সার্কেল অফিস : দুর্গাপুর
তৃতীয় তল, গ্যালেরিয়া মার্কেট, জল খাবার গলি বেনাচিতি বিপরীতে, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৩

প্রেমিসেস আবশ্যক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক **রূপনারায়ণপুর, থানা-সালানপুর, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৮৬৬** ঠিকানায় **শাখা** স্থাপনের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় এবং দোতলায়, লিফট সুবিধা সহ ইজারা/ভাড়ার ভিত্তিতে **৮০০-১০০০ বর্গফুট** কার্পেট এরিয়া মাপের উপযুক্ত তৈরি এবং মজবুতভাবে নির্মিত হল ধরণের ভবন আবশ্যক। বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সমুদয় অনুমোদন সহ প্রস্তাবিত প্রেমিসেস হতে হবে। আগ্রহী মালিক/রেজিস্টার্ড পাওয়ার অব অ্যাটর্নিধারীরা সংশ্লিষ্ট আবশ্যক এলাকায় প্রেমিসেস ইজারা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত অবস্থায় দীর্ঘ মেয়াদি অন্তত ১৫ বছর বা তার অধিক সময়ের জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে www.pnbindia.in প্রাপ্তব্য নির্ধারিত বয়ানে বা উক্ত ঠিকানায় কাজের দিন কাজের সময়ে পাওয়া সাপেক্ষে প্রস্তাব দিতে পারেন। সম্পূর্ণ প্রস্তাব যথাযথভাবে সিলকরা অবস্থায় স্বাক্ষর করা অবস্থায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট **১৬.০১.২০২৪ (বিকেল ৫ টার মধ্যে)** উক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ব্যাঙ্ক কোনও দালালি দেবে না। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।

তারিখ : ০৩.০১.২০২৪ **স্বা/- সার্কেল হেড**

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
মেসার্স কেজি শুটেক প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U19202WB2007PTC112472
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪১, মাথেশ্বরতলা রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৬
লিকুইটেডরের ঠিকানা : ১, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা -৭০০০০১
যোগাযোগ : +৯১ ৯৮৩০০৫৮১২১, ইমেল : liqd.kaygee@gmail.com

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ৩৫(এফ) এবং তৎসহ পঠিত লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন অধীনে "যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যা আছে ভিত্তিতে", "যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" এবং "পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" অনুযায়ী সম্পদ বিক্রি করা হবে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://www.eauctions.co.in** মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

নিলামের তারিখ এবং সময়	**সোমবার, ২৯.০১.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)**
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন জমা দেবার শেষ তারিখ	বুধবার, ১৭.০১.২০২৪ বিকেল ৫টার পূর্বে
সফল ডাকদাতাকে জানানো	শুক্রবার, ১৯.০১.২০২৪
ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ	শুক্রবার, ২৬.০১.২০২৪ বিকেল ৫টার পূর্বে
পর্যবেক্ষণের তারিখ	শুক্রবার ১৯.০১.২০২৪ থেকে শুক্রবার ২৬.০১.২০২৪ আগাম যোগাযোগ সাপেক্ষে, যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী পঙ্কজ কুমার কেডিয়া (মো: ৯৮৩০০৫৮১২১)

সম্পদ এবং সম্পত্তির বিক্রির মূল বিস্তারিত (লাখ টাকায়)

লট নং	বিবরণাদি	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত মূল্য
৩.	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাণ এরিয়া ৪ কাঠা ১ ছটাক ৩৯ বর্গফুট, ৫ কাঠা ৮ ছটাক , ৫ কাঠা , ৪ ছটাক, ১৯ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত মৌজা- ট্যাংরা, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, জেএল নং ৫, অংশত দাগ নং ৩৬২, এডিএসআর শিয়ালদহ অধিক্ষেত্রে, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৮, প্রেমিসেস নং ৪৭, , দক্ষিণ ট্যাংরা রোড, বর্তমানে ৬৪, ৬৫, ৬৬ মাথেশ্বরতলা রোড, থানা- প্রগতি ময়দান, কলকাতা - ৭০০০৪৬ চলতি সম্পদ সহ (ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত), যদি কিছু থাকে।	২৪০.০০	২৪.০০	৫.০০ অথবা এর গুণিতকে

বিক্রয় নোটিশ টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি সহ ই-নিলাম বিক্রয় সম্পর্কিত পড়তে হবে যা পাওয়া যাবে ইমেল করে liqd.kaygee@gmail.com থেকে। কোনও জিজ্ঞার জন্য শ্রী বিজয় পিপালিয়া/শ্রী ইস্থাক আহমেদ (মো : ৯৮৭০০৯৯৭১৩) বা ইমেল : admin@eauctions.co.in বা লিকুইডেটরের ইমেল :liqd.kaygee@gmail. comসঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা /-
পঙ্কজ কুমার কেডিয়া,
লিকুইডেটর : কেজি শুটেক প্রা লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত),
স্থান : কলকাতা **আইপি রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-18/11710**
তারিখ : ০৩.০১..২০২৪ **এএফএ বৈধতা ১৬.১০.২০২৪ পর্যন্ত**

SBI আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসোর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমরাখালি, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩, ফোন নং : ০৩৩২৯৭১১০৮৫ ইমেল আইডি : sbi.16286@sbi.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রীমতি দেবি সেনগুপ্তা, পিতা প্রয়াত নিরঞ্জন বিশ্বাস

বন্ধকদত্ত সম্পত্তি স্বত্বদখলীকৃত **শ্রীমতি দেবি সেনগুপ্তা, পিতা প্রয়াত নিরঞ্জন বিশ্বাস,** শ্রেয়া অ্যাপার্টমেন্ট একতলা, ১২১, বেলডাঙ্গা রোড, শিবরামপুর, কলকাতা-৭০০১৪১ কর্তৃক গৃহীত ঋণসুবিধার কারণে এবং **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য় তল, বি-৩৪ মালিক ভিলা রবীন্দ্রপল্লি, কলকাতা - ৭০০০৯৬ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা) কর্তৃক জেলা শাসকের, দক্ষিণ ২৪ পরগনা উল্লেখ্য মেমো নং ১৭৬৬/সারফেসি তারিখ ০৮.০৮.২০২৩ তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী এবং তা হস্তান্তরিত হয়েছে আমাদের নিকট ২৯.০৯.২০২৩ তারিখে বিধি মতে। অনুগ্রহ করে বিবেচনা করুন চূড়ান্ত এবং শেষ সতর্কতা হিসেবে অনুরোধ করা হচ্ছে উক্ত প্রেমিসেস থেকে যাবতীয় অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি অপসারণের জন্য যার তালিকা ইতিমধ্যেই বন্টন করা হয়েছে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক আপনাদের ঝুঁকি ও দায়িত্বে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনও দায়দায়িত্ব বহন করবে না এবং কোনও দাবিও গ্রাহ্য করবে না।

সংশ্লিষ্ট বন্ধকদত্ত সম্পত্তির অবস্থান : কেএমসি প্রেমিসেস নং ৩২৮ রবীন্দ্রপল্লি (বর্তমান বি-৩৪ রবীন্দ্রপল্লি, 'মানিক ভিলা', ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য় তল,) থানা-বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০০০৯৬। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ১৭.০১.২০২৪ তারিখে ই-নিলাম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে এবং ব্যাঙ্ক সফল ডাকদাতাকে সংশ্লিষ্ট বন্ধকদত্ত সম্পত্তির স্বত্বদখল হস্তান্তর করবে যথাযথ সময়ে। ফলে সংশ্লিষ্ট আগ্রহী পক্ষকে সহযোগিতা এবং ব্যবস্থার মাধ্যমে তালিকাভুক্ত সম্পত্তিগুলি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট হেফাজত থেকে অপসারণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ০৩.০১.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : দক্ষিণ কলকাতা, উত্তর কুমড়াখালি **এসবিআই, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা**

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) **[রুল-৮(১)]**

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৭.০৭.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী রাজেশ হেলা, পিতা প্রয়াত গয়া প্রসাদ হেলা সাকিন হোল্ডিং নং ৩৬৭, প্রণোতোষ পল্লী, ওয়ার্ড নং ২, পো. এবং থানা - জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১২৭ এবং আরও শ্যামনগর সাউথ জুট মিল, লাইন নং বি, কোয়াটার নং ১১৯, পো. গারুলিয়া, থানা - নোয়াপাড়া (মাইকপীর মাজার), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১৩৩ কে নোটিশে উল্লিখিত **২৩,১৯,৭২৫.০০ টাকা (তেইশ লাখ উনিশ হাজার সাতশ পঁচিশ টাকা) টাকা ২৬.০৭.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি, কলকাতা** নিকট বকেয়া **২৩,১৯,৭২৫.০০ টাকা (তেইশ লাখ উনিশ হাজার সাতশ পঁচিশ টাকা) টাকা ২৬.০৭.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি ২৬.০৭.২০২৩ তারিখ বা তার পরে প্রয়োজনে জমা দিতে হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ০২ কাঠা ০৯ ছটাক ৩২.৪৩ বর্গফুট এবং তদস্থিত একতলা নির্মাণ পরিমাণ ৩৪০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- গড় শ্যামনগর, জেএল নং ১৯, এলওপি ২১, সিএস প্লট নং ১৩৬ (অংশ), এলআর দাগ নং ১৩৬, খতিয়ান নং ১২৯৯, হোল্ডিং নং ৩৬৭, প্রাণতোষ পল্লি, ওয়ার্ড নং ২ (নতুন), ২০ (পুরানো), গাড়ুলিয়া পুরসভা অধীন, এডিএসআর-নৈহাটি, থানা-জগদ্দল, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, স্বত্ব দলিল নং -১৫০৭০০২০৭-২০১৯ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৭-২০১৯,পৃষ্ঠা ৪১৯৯ থেকে ৪২২৮ শ্রী রাজেশ হেলার অনুকূলে নথিভুক্ত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : এলওপি নং ২০, দক্ষিণে : পুর নিকাশি, পূর্বে : ঝিল, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া পুর সড়ক সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৮.১২.২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান - কলকাতা **এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা**

[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা সাউথ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) গড়িয়া শাখা খ) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী প্রদীপ কুমার দে,** পিতা শ্রী পরিমল চন্দ্র দে, **২. শ্রীমতি শুক্লা দে,** স্বামী শ্রী প্রদীপ কুমার দে, উভয়ের ঠিকানা : ১৬১, রোড নং ০৬ শরৎ চন্দ্র বোস সরণি, রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান পশ্চিম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ৩৬৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত ৫মতলে, ফ্ল্যাট নং ৪সি, পরিমাণ ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি জি-৪ তলা "উষা সুন্দরী" ভবন, ০২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন এবং ০২ টয়লেট এবং সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ১৬ ডেসিমেল এবং অন্যান্য সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৯ অধীন, হোল্ডিং নং ৩০৬ (৫৪৪/এ৩০৬), আর এন চক্রবর্তী রোড, থানা-সোনারপুর, পো-সুভাষগ্রাম, মৌজা- বংশীধরপুর, কলকাতা-৭০০১৪৭, জেএল নং ৩৪, আরএস দাগ নং ৪৬৪/২৮৯, ৪৬৪/৮২৮, ৪৬৪, ৪৬৪/৫২৪, এলআর দাগ নং ৭৭২, ৭৭০, ৭৭৩, ৭৭১, আরএস খতিয়ান নং ২৫৮, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, এলআর খতিয়ান নং ৬৫, ২৮৬৯, ২৮৭০, ২৮৭১, ৫৫৯, ৪১০, ৯৭৩, ৫৯, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর-সোনারপুর, পব, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম ১৬০৮-২০১৯, পৃষ্ঠা ৪২৬৮৫ থেকে ৪২৭১৯, দলিল নং ১৬০৮০১৭৭৩-২০১৯ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত ০২.০৪.২০১৯ তারিখে, **শ্রী প্রদীপ কুমার দে,** পিতা শ্রী পরিমল চন্দ্র দে এবং **শ্রীমতি শুক্লা দে,** স্বামী শ্রী প্রদীপ কুমার দে এর নামে, জমির চৌহদ্দি দলিল অনুযায়ী : উত্তরে আরএস দাগ ৪৬৪ জমি, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া আর এন সি রোড, পূর্বে : পূর্ব রেলওয়ে, পশ্চিমে : সাধারণের চলাচলের পথ এবং অন্যান্যর জমি সমন্বিত।	ক) **১০.১০.২০২৩** খ) **২৯.১২.২০২৩** গ) **৩১,০০,২৬২.১০ টাকা** (একত্রিশ লাখ দুশো বাষট্টি টাকা এবং দশ পয়সা) টাকা **৩১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) গড়িয়া শাখা খ) ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স শিও নাথ শাউ,** **স্বত্বা : শ্রী শিও নাথ শাউ,** ১০৭, কালীবাজার, ডায়মন্ডহারবার রোড, পো- খিদিরপুর, থানা- ওয়াটগঞ্জ, কলকাতা- ৭০০০২৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ কমপ্যাক্ট বসবাসের ফ্ল্যাট বিল্ট আপ এরিয়া ৫০০ বর্গফুট দুই বেড রুম, এক ড্রইং, এক কিচেন, এক বাথ এবং প্রিভি, পিছনের অংশে একতলায় উক্ত জি-৩ তলা ভবনে অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ২১বি, মাইকেল দত্ত স্ট্রিট, বর্তমানে মাইকেল মধুসূদন সরণি নামে পরিচিত, পো-খিদিরপুর, থানা-ওয়াটগঞ্জ, কলকাতা ৭০০০২৩, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৭৬, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক ৯ বর্গফুট, অঙ্গীকার দলিল তারিখ ০৪.১২.২০০৬ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-১ কলকাতা : ০৮.০৭.২০০৮ বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১ থেকে ২২, দলিল নং ০০১৩২-২০০৮ সালের, অনুযায়ী **শ্রী শিও নাথ শাউ,** পিতা প্রয়াত খারু শাউ এর নামে, **জমির চৌহদ্দি নিম্নমতে দলিল অনুযায়ী** : উত্তরে : ২২ মাইকেল মধুসূদন সরণি, দক্ষিণে : ২১ মাইকেল মধুসূদন সরণি, পূর্বে : ০৬, জগন্নাথ সরকার লেন, পশ্চিমে : মাইকেল মধুসূদন সরণি সমন্বিত।	ক) **১৭.১০.২০২৩** খ) **২৭.১২.২০২৩** গ) **৪৭,০২,৮২৭.৪৬ টাকা** (সাতচল্লিশ লাখ দুই হাজার আটশ সাতাশ টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা **৩০.০৯.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৩.০১.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
সুপার ফরজিংস অ্যান্ড স্টিলস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**সুপার ফরজিংস অ্যান্ড স্টিলস লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৮.০৬.১৯৬৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	L27106WB1968PLC027324
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৬, লায়ন্স রেঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	০১.০১.২০২৪ (অর্ডার পাসের তারিখ)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৮.০৬.২০২৪ ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাজীব কুমার আগরওয়াল রেজি. নং - IBBI/IPA-001/IP-P00552/2017-18/10982
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	৭, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩১৭, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ **ইমেল আইডি : rajiv@kvrassociates.in**
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	৭, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩১৭, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ **ইমেল আইডি : rajiv@kvrassociates.in cirp.sfsl@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৪.০১.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	আইআরপি-র তথ্য অনুযায়ী প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link:https://www.ibbi.gov.in/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **সুপার ফরজিংস অ্যান্ড স্টিলস লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ০১.০১.২০২৪।
সুপার ফরজিংস অ্যান্ড স্টিলস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৪.০১.২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

রাজীব কুমার আগরওয়াল
সুপার ফরজিংস অ্যান্ড স্টিলস লিমিটেড এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
তারিখ : ০৩.০১.২০২৪ রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00552/2017-18/10982
স্থান : কলকাতা এএফএ নং AA1/10982/02/170724/105913 তারিখ : ১৮.০৭.২০২৩ বৈধ ১৭.০৭.২০২৪ পর্যন্ত

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
জয় গোকুল টাওয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	জয় গোকুল টাওয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২১.০৭.১৯৯৯
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U70200WB1999PTC089894
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৯, এজরা স্ট্রিট, টপ ফ্লোর-রুম নং ৪৭, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	০১.০১.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৯.০৬.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী শেখ আবদুল সালাম আইপি রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00250/2019-2020/12966
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	৬৪জে, লিনটন স্ট্রিট, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৪, salam10695@gmail.com
১০	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	cirp.jgtpl@gmail.com ৬৪জে, লিনটন স্ট্রিট, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৪
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৫.০১.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: https://www.ibbi.gov.in/en/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে জয় গোকুল টাওয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ০১.০১.২০২৪।
জয় গোকুল টাওয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৫.০১.২০২৪ তারিখেঅর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
স্থান : কলকাতা শেখ আবদুল সালাম
তারিখ : ০৩.০১.২০২৩ নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00250/2019-2020/12966

প্রবীণদের আপডেটেড না করলে বামেদের মতো অবস্থা হবে : নারায়ণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: প্রবীণদের সফটওয়্যার আপডেটেড করা উচিত, তা না হলে বামেদের মতো অবস্থা হবে বলে মন্তব্য করলেন অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী।

এদিন পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যম উদ্বোধন করলেন অশোকনগরের বিধায়ক। এদিন উদ্বোধন শেষে বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এত দ্রুত এই স্কুলটি পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যম চালু হল। অত্র এলাকার যে সমস্ত আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ রয়েছেন, তাঁদের পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারবেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূলের প্রবীণদের নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। তিনি বলেন প্রবীণদের সফটওয়্যার আপডেটেড করা উচিত। তা না হলে বামেদের মতো অবস্থা হবে। মোবাইলের সফটওয়্যার আপডেট না থাকলে যেমন হোয়াটসঅ্যাপ চলে না, তেমনই সিনিয়র লিডার যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা দলের পর্যবেক্ষণ করবেন, নতুনদেরকে জায়গা দিলে তাঁরা দলকে আরও সামনের দিকে শক্তিশালী করে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই নিয়ে অশোকনগরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বাম নেতা সত্যসেবি

করের দাবি, 'তৃণমূল দলটার আয়ু আর বেশি দিন নেই। সিপিআইএম বিধানসভা এবং লোকসভায় শূণ্য কিন্তু দলটা আছে এবং থাকবে, এই দলটারই ভবিষ্যৎ রয়েছে। নবীন বলতে উনি কি বুঝছেন আমি জানি না। আমরা নবীন বলতে বুঝি চল্লিশের নীচে। কালি ঝুলি মেখে মাথা কালো করলেই যুবক হওয়া যায় না। আমাদের পার্টিতে সব সময়ই যাঁরা কম বয়সি তাঁদের হাতে পতাকা সমর্পণ করা হয় এটা নিরন্তর প্রক্রিয়া। কয়েকটা কথা কে কী বলল, তাতে সিপিমের কিছু আসে যায় না। তৃণমূল দলটা আর কদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে সেটা ভাবুক নারায়ণ গোস্বামী।'

জেলা বিজেপি নেতা বিপ্লব হালদারে দাবি, নতুন করে রিচার্জ করতে চাইছে তার কারণ নারায়ণ গোস্বামী নিজেই হচ্ছে অভিষেক লবির লোক। তাই অভিষেক যদি ইমিডিয়েট মুখ্যমন্ত্রী হন, তা হলে উনি একটা মন্ত্রিত্ব পাবেন। এই কারণেই নারায়ণ গোস্বামীর টার্গেট পুরনোকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে নতুনদের সুযোগ করে দেওয়া। তবে সেটা বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। ভারতীয় জনতা পার্টি এই বিষয়ে সব সময়ের জন্য নজর রাখছে। ভারতবর্ষের মানুষ রামচন্দ্রের ভাবাবেগ নিয়ে ভেসেছে, তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করবে। ফের আরও একবার মোদি সরকার।'

বেশ কয়েক বছর আগেই সরকারি ভাবে প্রাইমারিতে ইংরেজি মাধ্যম চালু হয়েছে। পরবর্তীতে আপার প্রাইমারিতে ইংরেজি মাধ্যম না থাকায় পড়ুয়ার সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকায় একপ্রকার স্কুল বন্ধের মুখে পড়তে চলেছিল। তাই স্কুল পরিচালন কমিটি এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ দ্বারস্থ হয়েছিল অশোকনগর বিধায়কের। তড়িঘড়ি বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী সহ সরকারি দপ্তরের হস্তক্ষেপে পঞ্চম থেকেও এবার দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু করায় খুশি স্কুল শিক্ষক থেকে শুরু করে অভিভাবক, পড়ুয়া প্রত্যেকেই। মূলত উদ্বাস্তু এবং আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুরাই সরকারি ভাবে সামান্যতম খরচে পড়তে পারবে অশোকনগর পুরসভার অন্তর্গত কল্যাণগড় সংস্কৃতি সংঘ শিক্ষা নিকেতন স্কুলে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কয়েক বছরের মধ্যেই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু করা হবে। এত বছর আমরা বিনা পয়সাতেই পড়ুয়াদের ভর্তি করিয়েছি। তবে এ বছর থেকে সরকারি নিয়ম মেনে মাত্র ২৫০ টাকায় ভর্তি হওয়া যাবে।'

রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই : আবু হাসান খান চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবার রাহুল গান্ধিকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান গনিখান চৌধুরীর ভাই তথা দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসান খান চৌধুরী (ডালু)। গান্ধি পরিবারের উত্তরসূরি রাহুল গান্ধি যে এখন ইন্ডিয়া জোটের সমর্থন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নতুন মুখ, তা বক্তব্য রাখতে গিয়েও পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছেন মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ ডালুবাবু।

মঙ্গলবার কালিয়াচক ১ ব্লকে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের উদ্যোগে মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই ডালুবাবুর পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন মানিকচক এবং পুরাতন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন দুই বিধায়ক মুস্তাকিন আলম, অর্জুন হালদার সহ দলের প্রথম সারির নেতারা। এদিন কংগ্রেসের মিলন উৎসবের মধ্য দিয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রস্তুতি পর্বেরও এক প্রস্তর আলোচনা সেরে নেয় জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে দক্ষিণ মালদার সাংসদ তথা গনিখান চৌধুরীর ভাই ডালুবাবু কেন্দ্রের মোদি সরকারের তুমুল সমালোচনা করেন। পাশাপাশি বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং দ্রব্যমূল্যর লাগাম ছাড়া দাম নিয়েও কেন্দ্র সরকারের তুমুল সমালোচনা করেন। ডালবাবুর দাবি, সামনে লোকসভা নির্বাচন। আর প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থী একমাত্র রয়েছেন রাহুল গান্ধি। আমরা রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই।' মালদায় কংগ্রেস যে ভালো ফল করবে তাও পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছেন সাংসদ ডালুবাবু। যদিও দক্ষিণ মালদার পাশাপাশি উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের আসন থেকেও কংগ্রেসের নির্বাচনে লড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

সাংসদ ডালবাবুর দাবি, 'যখন মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন ক্যাবিনেটে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ঝাড়খণ্ডের রাজমহল থেকে মালদার মানিকচক প্রায় ৪০ কিলোমিটার এবং মালদার বৈষ্ণবনগর থেকে মুর্শিদাবাদ প্রায় ৮০ কিলোমিটার গঙ্গার ভাঙনের তদারকি চালাবে কেন্দ্র সরকার। কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে সবকিছু সিদ্ধান্ত বদলে দিল। মালদা এবং মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ভাঙন নিয়ে মাথা ব্যথা নেই মোদি সরকারের। প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ গঙ্গার ভাঙনের জেরে দুর্ভোগে পড়ছেন। আর কেন্দ্রের মোদি সরকার একবার ঘুরেও তাকাচ্ছেন না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দিল্লি থেকে মোদি হটাও স্লোগান দিয়েই নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবে কংগ্রেস।'

শ্বশুরবাড়িতে এসে খুন জামাই, ছিনতাই বাধা পেয়ে হত্যা! ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: এক আদিবাসী যুবকের খুনকে কেন্দ্র করে তপ্ত হয়ে উঠল রায়গঞ্জের বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের পিপলান গ্রাম। নিহত যুবকের নাম বানু বাস্কে (২৫)। তাঁর বাড়ি ডালখোলা থানার পাতনৌর এলাকায়। পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি।

জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের পিপলান গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন বানু। সোমবার রাতে গ্রামেরই একটি পোল্ট্রি ফার্ম থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। প্রথম দিকে তাঁকে কেউ চিনতে পারেননি। পরে জানা যায় তাঁর পরিচয়। আর তারপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। মঙ্গলবার তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে।

মৃতের শ্যালক অনিল মার্ডি জানান, কিছু দিন আগে তাঁর বোন ও জামাই বাড়িতে এসেছিল। সোমবার গ্রামেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন বানু। ফেরেননি। পরে দেহ উদ্ধার হয়। তাঁদের অনুমান, বানুর মোবাইল ও টাকাপয়সা ছিনতাই করতে গিয়েছিল নেশাড়ুদের কেউ। বাধা দেওয়ায় খুন।

স্থানীয় বাসিন্দা কালা টুডু বলেন 'দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় নেশার দ্রব্যের ব্যবসা চলছে। দুষ্কৃতীদের আনাগোনা লেগেই থাকে। কিন্তু আমরা ভাবতে পারিনি যেভাবে একজনকে খুন করে ফেলবে। আগামীতে এ ধরনের ঘটনা আরও ঘটবে। তাই গ্রামবাসীরা ওই পোল্ট্রি ফার্মটি ভেঙে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। যাতে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা এই এলাকায় কম হয়।'

মৃতের পরিবার ও স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই পোল্ট্রি ফার্মটি নেশার আখড়ায় পরিণত হয়েছে। দুষ্কৃতীরাই হয়তো ছিনতাই করতে গিয়েছিল, তাতে বাধা পেয়ে বানুকে খুন করে। কারণ, বানুর সঙ্গে টাকাপয়সা বা মোবাইল পাওয়া যায়নি।

এদিকে, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে উত্তেজিত জনতা পোল্ট্রি ফার্মটিতে এদিন সকালে ভাঙচুর করার পাশাপাশি আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের পাশাপাশি কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে পরিবারের সদস্য থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি ওই এলাকায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বন্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি করা হয়েছে।

সর্বশিক্ষা মিশন বীরভূম ও বীরভূম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শিক্ষার্থী সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে সিউড়ি জেলা প্রশাসন ভবন থেকে বিদ্যাসাগর ভবন পর্যন্ত পদযাত্রায় ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সঙ্গে পা মেলালেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিশ্বজিৎ মোদক বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক সহ শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকেরা।

সর্বশিক্ষা মিশন বীরভূম এবং বীরভূম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষার্থী সপ্তাহ উদযাপনের দিন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন বছরের শুভেচ্ছা পত্র ছাত্রীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়।

আরামবাগে বাস উল্টে আহত ৩০, আশঙ্কাজনক ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাস ছিল ভিড়ে ঠাসা। নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে আচমকাই উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। আরামবাগের পার্বতীচক এলাকায় দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন অন্তত ৩০ জন। আশঙ্কাজনক অবস্থা ৪ জনের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আরামবাগ থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী। বাসের ভেতরে থাকা আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মঙ্গলবার আরামবাগ-বন্দর বাসটি এদিন বন্দর থেকে আরামবাগের দিকে আসছিল। আর একটি বাসকে ওভারটেক করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি উল্টে যায়।

বাসটি পাল্টি খেয়ে একটি বাড়িতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। যদিও সেই সময় বাড়ির ভেতর কোন সদস্য ছিলেন না। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছন আরামবাগ বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার। আহত বাস যাত্রী সোমনাথ রায় বলেন, 'প্রথমে একটা আওয়াজ শুনতে পাই। তারপর বাসটা একটু ডানদিকে ঝুঁকে উল্টে যায়। বাসের ভেতরেই ছিলাম বুকে এবং কোমরে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। চিকিৎসকরা আমাকে এক্সরে করার জন্য বলেছেন।'

নিত্য যাত্রীদের অভিযোগ প্রায় সময় এই রাস্তায় বাসের রেষারেষি দেখা যায়। মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করে। রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। অবিলম্বে প্রশাসনের বিষয়টা নিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অন্যদিকে স্থানীয় মানুষ প্রদীপ কড়াই জানান, এই রোড দিয়ে প্রতিনিয়ত বাস রেষারেষি করে থাকে, যার জেরে বাড়ছে দুর্ঘটনা কোন নজরদারি নেই। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ যার কারণে বাড়ছে দুর্ঘটনা।

আরামবাগের বিডিও সুব্রত মল্লিক বলেন, 'দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা এসেছিলাম এবং দেখলাম বাসটা পুরোপুরি উল্টে গিয়েছে। তবে প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। লোকজনদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। একটা বাড়ির দেওয়াল সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে।'

বিকল্প রাজনীতির পোস্টারে জল্পনা পশ্চিম মেদিনীপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বাংলায় বিকল্প রাজনীতির পোস্টার পড়ল পশ্চিম মেদিনীপুরের গিরি ময়দান স্টেশন এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে পোস্টারগুলি দেখার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কে বা কারা পোস্টারগুলি দিয়েছে তা জানা যায়নি। এ বিষয়ে রাজনৈতিক মহলের অনেকেই কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচির দিকে আঙুল তুলছেন। তাঁরা মনে করছেন কৌস্তভ বাগচিই প্রথম তীব্র মমতা বিরোধিতায় বিকল্প রাজনীতির কথা বলেছিলেন। রাজনৈতিক মহলের জল্পনা, হয়তো তাঁর অনুগামীরাই এই পোস্টার দিয়েছেন। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি

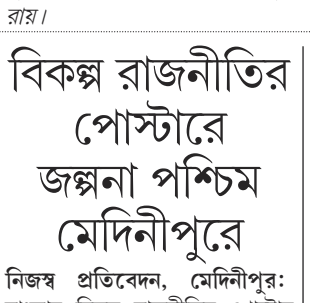

সমীর রায়ের দাবি, পোস্টারের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও যোগ নেই। কৌস্তভ বাগচি কংগ্রেসেই রয়েছেন। বিকল্প রাজনীতির কথা তিনি কেন বলবেন। ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখুন তা হলে জানতে পারবেন তৃণমূলের এই একাংশ হয়তো প্রস্তাব দিয়েছে। তাঁদের অনেকেই দলে মমতার বিকল্প খুঁজছেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরার দাবি, 'পোস্টারের বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব। তবে মমতার বিকল্প কিছু নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই তাঁর বিকল্প। তাঁর বিকল্প কোনও দিন প্রয়োজন হলে দল থেকেই উঠে আসবেন। সেক্ষেত্রে দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন। এ ধরনের পোস্টার রাজনীতি হয়তো বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস করে থাকতে পারে।'

বিজেপির জেলা মুখপাত্র অরূপ দাসের দাবি, এসব পোস্টারের বিজেপির প্রয়োজন নেই। সারা বিশ্ব জানে নরেন্দ্র মোদির কোনও বিকল্প নেই।

মনে রাখতে হবে, দ্বন্দ্বের পরেই প্রীতির সম্পর্ক হয় : শোভনদেব

বনস্পতি দে

উত্তরপাড়া: পুরনো চাল আর নতুন চাল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দুই চালই দরকার। কিন্তু দলের অন্দরে ঠোকাঠুকি যেন লেগেই রয়েছে। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসেও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ থেকে শুরু করে দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ ফিরহাদ হাকিম সহ একাধিক নেতার বক্তব্য প্রকাশ্যে এসেছে। এবার দলের অন্দরে এই দ্বন্দ্বের বিষয়ে প্রশ্ন শুনেই তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দিলেন, 'দ্বন্দ্ব তো আমাদের মধ্যে আছেই, ছিল, থাকবে।' মঙ্গলবার হুগলির উত্তরপাড়ায় এক কর্মসূচিতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি।

সাম্প্রতিক ঘটনা পরম্পরার নিরিখে তৃণমূলের অন্যতম প্রবীণ নেতার এমন মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও এরপরই মমতার ক্যাবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তথা দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া রাজনীতিক শোভনদেববাবু বলেন, 'সব সময় মনে রাখতে হবে, দ্বন্দ্বের পরেই আবার প্রীতির সম্পর্ক হয়। দ্বন্দ্ব সব জায়গাতেই আছে। পৃথিবীর সব দলেই দ্বন্দ্ব থাকবে। দু'জন মানুষকে দেখতে এক হয় না, সুতরাং দ্বন্দ্ব থাকবেই। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিন বার জিতেছেন। শেষ বার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন। এ বছর আমাদের টার্গেট পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অন্তত বিজেপিকে শূন্যে নামিয়ে আনা।'

মঙ্গলবার উত্তরপাড়া থেকে তৃণমূলের প্রবীণ নেতার দাবি, দলের মধ্যে কোনও লড়াই নেই। বললেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের নেত্রী চাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমাদের সমানভাবে চাই।' এসব নিয়ে বিচলিত না হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে যাতে রাস্তায় নেমে লড়াইয়ে জোর দেওয়া হয়, সেই বার্তাও দেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা।

পুরপ্রধানের অর্থে একসঙ্গে ১০টি প্রবেশদ্বারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: বারাসত ওয়ার্ডবাসীকে নতুন বছরের উপহার একসঙ্গে ১০টি প্রবেশদ্বারের। বারাসত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপ্রধান দেবব্রত পাল তাঁর নিজস্ব অর্থে এই উদ্যোগ নিয়ে নজর কাড়লেন। শুধু তাই নয়, এলাকার বিশিষ্ট মানুষ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খেলোয়াড়দের নামে রাস্তার নামকরণও করা হল। পুরপ্রধানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ওয়ার্ডবাসী সহ তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্ব।

মঙ্গলবার এই প্রবেশদ্বারগুলির উদ্বোধন করেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। দেবব্রতবাবু জানান, ওয়ার্ডের সৌন্দর্য রক্ষা করুন ও মানুষের দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রবেশদ্বারগুলি তৈরি হবে। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থে তোরণগুলি তৈরি হবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শের অনুপ্রেরণায় রাজনৈতিক রঙ না দেখে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সহ বিশিষ্ট মানুষদের নামে রাস্তার নামকরণ করা হল। বারাসতের তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও একাধিকবারের বিধায়ক স্বর্গত গোপাল মুখোপাধ্যায়ের নামেও একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন,

'গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নামে রাস্তার নাম করায় আমরা তৃণমূল কর্মীরা গর্বিত।'

পাশাপাশি পুরপ্রধানের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন নারায়ণ গোস্বামী ও সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক সহ সকলে। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, পুরপ্রধান সুনিল মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, চম্পক দাস, পম্পি মুখোপাধ্যায়, বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ ভৌমিক, যুব তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস মিত্র সহ অন্যান্যরা।

পরিবহণ আইনের প্রতিবাদ অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কেন্দ্রীয় পরিবহণ আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে এবার আন্দোলনে নামল অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

মঙ্গলবার ওই সংগঠনের সদস্যরা মিছিল করে বাঁকুড়া জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছন। পরে তাঁদের এক প্রতিনিধি দল ২৯ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি জেলাশাসকের দপ্তরে জমা দেন। অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দাবি, কেন্দ্রীয় পরিবহণ আইনে বলা হয়েছে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট গাড়িচালক দায়িত্ব নিয়ে হাসপাতালে না নিয়ে গেলে, তাঁর পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা ও দশ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। কিন্তু এই আইনকে মান্যতা দিতে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালক জনরোষের শিকার হতে পারেন, এমনকি তাঁর জীবনসংশয়ও দেখা দিতে পারে। কেন্দ্রীয় এই পরিবহণ আইন চালক বিরোধী। তাই অবিলম্বে এই 'কালা আইন' বাতিল সহ ২৯ দফা দাবিতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছে। অবিলম্বে ওই আইন প্রত্যাহার ও অন্যান্য দাবি পূরণ না হলে রাস্তায় বসে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

মৎস্যজীবীদের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন দুই পর্যটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্নান করতে নেমে রণডিহা জলাধারের জলে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন দুই পর্যটক। মৎস্যজীবীদের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন দুই পর্যটকই। স্নান করতে নেমে বাঁকুড়ার রণডিহা জলাধারের জলে তলিয়ে গিয়েছিলেন দুই পর্যটক। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের তৎপরতায় দু'জনই প্রাণে বাঁচলেও জলাধারের নিরপত্তা নিয়ে উঠল প্রশ্ন। বাঁকুড়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র রণডিহা জলাধার। দামোদর নদের ওপর থাকা সোনামুখী ব্লকের এই রণডিহা জলাধারে সারাবছরই আনাগোনা লেগে থাকে পর্যটকদের। ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই জলাধার ছিল পর্যটক ও পিকনিক প্রেমী মানুষের ভিড়ে ঠাসা। সোমবার পিকনিক করতে আসা দুই যুবক রণডিহা জলাধারে স্নান করতে নেমে অসাবধানতার কারণে জলে তলিয়ে যেতে থাকেন। বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের। দ্রুত নৌকো নিয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ডুবন্ত ওই দুই যুবককে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচান। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে রণডিহা জলাধারে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে

পাণ্ডবেশ্বরের নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল বই দিবস ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া নতুন পড়ুয়াদের এদিন বরণ করা হয়। সেই সঙ্গে সমস্ত পড়ুয়াকে দেওয়া হয় পাঠ্যপুস্তক। পড়ুয়াদের নিয়ে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার দাঁ জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ুয়াদের জন্য শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন, তা পড়ুয়াদের সামনে এদিন পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের খাদ্য-কর্মাধ্যক্ষ অনুভা চক্রবর্তী, জেলা পরিষদ সদস্য কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (পাণ্ডবেশ্বর) সজল কুমার মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে স্বচ্ছ পদ্ধতি চেয়ে জনস্বার্থ মামলা

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি: লোকসভা নির্বাচনের আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের পদ্ধতি এবং কর্তব্যের শর্তাবলি বদলে ফেলেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে প্রায় বিরোধীশূন্য লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ করানো হয়েছে বিতর্কিত বিল। তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতিও মিলেছে। সেই আইনে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটি থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে কেন্দ্র।

এ বার মোদি সরকারের সেই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। তাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য একটি 'স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ' কমিটি গঠনের আবেদন জানানো হয়েছে। গত ২৮ ডিসেম্বর কেন্দ্র মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের নতুন পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্যে নয়া আইন কার্যকরের যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তা বাতিল করার আবেদনও জানানো হয়েছে ওই জনস্বার্থ মামলায়।

প্রসঙ্গত, গত বছরের মার্চ মাসে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, দেশে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করবে একটি কমিটি। এই কমিটির সদস্য হিসাবে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা। সুপ্রিম কোর্টের এই পদক্ষেপকে 'ঐতিহাসিক' বলেছিল বিরোধী দলগুলি। কিন্তু মোদি সরকার প্রস্তাবিত কমিটি থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নাম ছাঁটাই করে 'প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধি এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী'র নাম নিয়োগ কমিটিতে ঢোকাতে শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে 'চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনারস' (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কন্ডিশনস অফ সার্ভিসেস অ্যান্ড টার্মস অফ অফিস) বিল ২০২৩' পাশ করায়।

নয়া আইন অনুযায়ী, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং প্রধানমন্ত্রী দ্বারা মনোনীত এক জন মন্ত্রী। কমিটির বৈঠক ডাকবেন প্রধানমন্ত্রী। কমিটির বৈঠকে গৃহীত নাম যাবে রাষ্ট্রপতির কাছে। তিনিই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করবেন। দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নয়া আইনে পুরো ব্যবস্থা 'পক্ষপাতদুষ্ট' হতে পারে বলে অভিযোগ। আপাত ভাবে নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন এবং স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও বহু বার তাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে। শাসকদলের বেলায় নীরব আর বিরোধী দলগুলির ব্যবহারে অতিসক্রিয়, কমিশনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও উঠেছে।

সম্প্রতি প্রকৃত শিবসেনা হিসাবে কমিশন শিন্ডেসেনাকে স্বীকৃতি দেওয়ায় উদ্ধব ঠাকরের শিবির কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছিল। উদ্ধব নিজে কমিশনকে 'শাসক শিবিরের দলদাস' বলে কটাক্ষ করেছিলেন।

ভিভিপ্যাট ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি ইন্ডিয়া জোটের

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি: ভিভিপ্যাট ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিল ইন্ডিয়া জোট। ইন্ডিয়ার তরফে কমিশনে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ।

ইন্ডিয়া জোটের বক্তব্য, ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট গণনা নিয়ে তাঁদের মনে অনেক সংশয় রয়েছে। সেই সব সংশয় মেটানোর জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে চান তাঁরা। সেই সুযোগ দেওয়া হোক।

উল্লেখ্য, গত মাসে 'ইন্ডিয়া' জোটের চতুর্থ বৈঠকে লোকসভা নির্বাচনে ভিভিপ্যাটের ব্যবহার নিয়ে সুর বেঁধে দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল, লোকসভা ভোটে ১০০ শতাংশ ভিভিপ্যাট ব্যবহারের দাবি জানানো উচিত ইন্ডিয়া জোটের। রাহুল গান্ধিও সেই বক্তব্যকে সমর্থন করেন। পরে মমতা জানিয়ে দেন, তৃণমূল সাংসদরা এ নিয়ে জাতীয় নির্বাচনে কমিশনের দ্বারস্থ হবেন।

এর পর কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিং মমতার সঙ্গে আলাদা করে দেখা করেন। ভিভিপ্যাট এবং ইভিএম নিয়ে তিনিও সহমত পোষণ করেন। মমতাকে দিগ্বিজয় জানান, বারবার সময় চাওয়া সত্ত্বেও কমিশন তাঁকে সময় দিচ্ছে না তাই তিনি ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত দাবি জানানোর সুযোগ পাচ্ছেন না। তাতে কংগ্রেস নেতাদের নির্বাচন কমিশনের সামনে এই দাবি নিয়ে ধরনায় বসা উচিত বলে পরামর্শ দেন মমতা। সেই পরামর্শের পরই ইন্ডিয়া জোটের তরফে নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কিন্তু সেই স্মারকলিপির পরও কমিশন কোনও জবাব দেয়নি। তাই এবার চিঠি দেওয়া হয়েছে জোটের তরফে। ইন্ডিয়া জোটের বক্তব্য, ১০০ শতাংশ বুথে ভিভিপ্যাট রাখতে হবে। সব ভিভিপ্যাট গণনা করতে হবে। দরকার পড়লে ভিভিপ্যাট স্লিপ সরাসরি বাক্সে ঢুকে যাওয়ার বদলে, সেটি ভোটারদের হাতে দেওয়া হোক। তারপর ভোটাররা নিজেদের ভোট যাচাই করে নিয়ে সেটি পৃথক একটি ব্যালট বাক্সে ফেলবেন। তাহলেই ভিভিপ্যাট স্লিপের ১০০ শতাংশ গণনা সম্ভব হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বিরোধী দলনেতার গলায় ছুরির কোপ

সিওল, ২ জানুয়ারি: সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন দেশের বিরোধী দলনেতা। সেই সময়ে তাঁর অটোগ্রাফ চাইতে আসে এক ব্যক্তি। সই করার আগেই নেতার গলায় ধারাল অস্ত্রের কোপ দেয় আততায়ী। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন নেতা। বছরের দ্বিতীয় দিনেই ভয়াবহ হামলার সাক্ষী থাকল দক্ষিণ কোরিয়া। হামলার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়।

জানা গিয়েছে, একটি বিমানবন্দরের এলাকা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধী দলনেতা লি জা-মিউং। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। সেই সময়েই এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে লি'র অটোগ্রাফ চান এক ব্যক্তি। সই করতে যেতেই সটান তাঁর গলায় ছুরি বসিয়ে দেন আততায়ী। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়েন যান বিরোধী দলনেতা।

হেলিকপ্টারে চাপিয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় লি'কে। তবে আপাতত বিপদমুক্ত আছেন তিনি। বেশ খানিকটা রক্তক্ষরণ হলেও কোনও বড় মাপের ক্ষতি হয়নি। চিকিৎসক সূত্রে খবর, গলার কাছে এক সেন্টিমিটার গভীর ক্ষত হয়েছে লি'র। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, আততায়ীকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত।

২০২২ সালের প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরে খুব কম ব্যবধানে ইয়ুন সুক ইয়েলের কাছে পরাজিত হন লি। গোটা ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নিজেও। উল্লেখ্য, একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে লি'র বিরুদ্ধে। তার জেরেই এই হামলা কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের অন্দরে।

দেশের হাসপাতালগুলোর জন্য নির্দেশিকা আনল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি: রোগী কিংবা তাঁর আত্মীয়রা যদি না চান তবে কোনও গুরুতর অসুস্থকে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট বা আইসিইউতে ভর্তি করাতে পারবেন না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রোগীদের আইসিইউ-তে ভর্তি করানো নিয়ে সাম্প্রতিক গাইডলাইনে এমনই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে, আইসিইউতে ভর্তি করানোর জন্য রোগীর রক্তচাপ, নাড়ির হার, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরণ, হৃদ্‌স্পন্দন, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, প্রস্রাব হচ্ছে কি না; এই সব বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে রোগী বা রোগীর আত্মীয়রা আইসিইউ-তে ভর্তি হতে চান না বা করাতে চান না, সে ক্ষেত্রে তাঁদের সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দিতে হবে।

বিভিন্ন সময়েই আইসিইউ-তে রোগী ভর্তি করানো নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং রোগী আত্মীয়দের মধ্যে দ্বিমত দেখা যায়। এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে নয়া নির্দেশিকা দিয়েছে কেন্দ্র। সব মিলিয়ে ২৪ জন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে তৈরি হওয়া গাইডলাইন অনুযায়ী, কোনও গুরুতর অসুস্থ রোগীর আর কোনও চিকিৎসা সম্ভব নয় অথবা চিকিৎসার সুবিধা নেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে ওই রোগীকে আইসিইউতে রাখা নিরর্থক। একই ভাবে উপযুক্ত চিকিৎসার পরও রোগী যদি 'প্রত্যাশিত সাড়া' না দেন সে ক্ষেত্রেও তাঁকে আইসিইউতে রাখার কোনও মানে হয় না বলে জানিয়েছে কেন্দ্রের এই গাইডলাইন। তবে সবচেয়ে যে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা হল, কারও বাঁচার ইচ্ছে আছে কিন্তু তিনি আইসিইউ-তে ভর্তি হতে চান না, এমনটা হলেও ওই রোগীকে আইসিইউ-তে রাখতে পারবেন না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া অতিমারি কিংবা কোনও বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে আইসিইউতে রোগী ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে বলছে কেন্দ্র।

আইসিইউ-তে ভর্তির জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব কোন রোগীদের দেওয়া হবে সেটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গাইডলাইন অনুযায়ী, অচৈতন্য অবস্থায় আছেন, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা আছে এবং শ্বাসযন্ত্রের সহায়তা প্রয়োজন এমন রোগীকে আইসিইউতে ভর্তি করানো হতে পারে। আইসিইউতে ভর্তির মানদণ্ড হিসাবে রয়েছে কার্ডিওভাস্কুলার বা শ্বাসযন্ত্রের অস্থিরতার মতো কোনও বড় শারীরিক জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন বা বড় অস্ত্রোপচার করতে হবে এমন রোগী।

ফটোশুটের অনুমতি না পেয়ে আত্মহত্যা তরুণীর

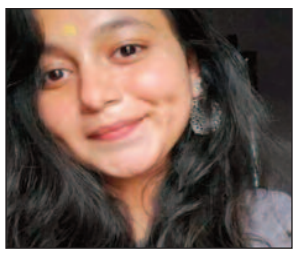

বেঙ্গালুরু, ২ জানুয়ারি: নতুন বছরে শপিং মলে গিয়ে ছবি তুলতে চেয়েছিলেন তরুণী। কিন্তু বাবা-মায়ের কাছ থেকে বাইরে বেরোনোর অনুমতি পাননি। ঘরবন্দি করে শেষে মৃত্যুর পথ বেছে নিলেন তরুণী। ঘটনাটি রবিবার সকালে বেঙ্গালুরুর সুধামনগর এলাকায় ঘটে। মৃতের নাম বর্ষিণী (২১)।

পুলিশ সূত্রে খবর, বেঙ্গালুরুর একটি কলেজে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করছিলেন বর্ষিণী। পড়াশোনার পাশাপাশি ফোটোগ্রাফি নিয়ে একটি প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন তিনি নতুন বছরে শপিং মলে গিয়ে ফোটোশুটের ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর। কিন্তু বাবা-মায়ের কাছে ফোটোশুটের অনুমতি পাননি তরুণী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে বাড়ি থেকে অনুমতি না পাওয়ার পর সোজা নিজের ঘরে চলে যান বর্ষিণী। ঘরবন্দি করে আত্মহননের পথ বেছে নেন তিনি। বহু ক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন বাবা-মা। ঘরের ভিতর থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার করেন তাঁরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, তল্লাশি চালিয়ে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। কী কারণে বর্ষিণী মৃত্যুর পথ বেছে নিলেন, তা জানার জন্য এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। মৃত্যুর আগে কারও সঙ্গে তরুণী যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন কি না, তা জানার জন্য বর্ষিণীর মোবাইল ফোন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর তরুণীর দেহ তাঁর পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভোটের বাংলাদেশে এ বার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার সেনাকে!

ঢাকা, ২ জানুয়ারি: অশান্তি ঠেকাতে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগে মোতায়েন হচ্ছে সেনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, অবাধ এবং সুষ্ঠু ভোটের স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নির্বাচন কমিশন ও অসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করতে বুধবার থেকেই পথে নামবে সেনা। ১০ তারিখ পর্যন্ত মোতায়েন থাকবে সেনা। আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের মোট ৩০০টি আসনে নির্বাচন হবে। বিরোধী বিএনপি এবং বামজোটের ভোট বয়কটের ডাক ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে 'সাজানো নির্বাচন' করার অভিযোগে তুলে রাষ্ট্রসংঘ অভিযোগও জানানো হয়েছে।

কানাডায় খলিস্তানপন্থীদের দৌরাত্ম্য ট্রুডো সরকারকে দায়ী করলেন জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি: কানাডা সরকারের নীতির কারণেই সে দেশে খলিস্তানপন্থী সংগঠনগুলির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। মঙ্গলবার এই অভিযোগ করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, 'কানাডার রাজনীতি খালিস্তানিদের পরিসর দিয়েছে এবং তাদের এমন কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, যা ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষতি করছে।'

সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জয়শঙ্করের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে কানাডায় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বাড়বাড়ন্তে অপরাধ এবং হিংসার ঘটনা ঘটেছে। এই সমস্ত অপরাধ আটকাতে ভারত সরকার অনেক তথ্য দিয়ে কানাডাকে সাহায্য করেছে, দুষ্কৃতীদের প্রত্যর্পণের দাবিও

জানিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই বিষয়গুলি নিয়ে মাথা ঘামায়নি কানাডার প্রশাসন। সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিংসার সহায়ক পরিবেশ রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন বিদেশমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে কানাডার ভারতীয় দূতাবাসে খলিস্তানপন্থীদের বিক্ষোভ এবং হামলার ঘটনার প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন তিনি।

গত সেপ্টেম্বরে খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের জন্য কানাডার পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ভারতকে নিশানা করেছিলেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। কিন্তু দু'সপ্তাহের মাথাতেই সুর নরম করে ট্রুডো জানান বিষয়টি নিয়ে নয়াদিল্লির সঙ্গে সংঘাতের পথে হাঁটতে চান না তিনি। কিন্তু বিদেশ মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, নয়াদিল্লির চাপ সত্ত্বেও ট্রুডোর পক্ষে খলিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা কঠিন, কারণ, ট্রুডো একটি সংখ্যালঘু সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যে সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁকে সমর্থন নিতে হচ্ছে নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা জগমীত সিংয়ের। জগমীত নিজে ঘোষিত খলিস্তানপন্থী। গত অক্টোবরে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় বক্তৃতাতে জয়শঙ্কর সেই পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে কানাডায় খলিস্তানপন্থীদের দৌরাত্ম্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

স্বামী ও ভাসুরকে হত্যা করে রিভলবার হাতে থানায় হাজির বধূ

ভোপাল, ২ জানুয়ারি: স্বামী ও ভাসুরকে হত্যা করে রিভলবার নিয়ে সোজা থানায় হাজির বধূ। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়ীনের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে জেলা সদর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ইঙ্গোরিয়া গ্রামে। বছরের প্রথম দিনই হাতে রিভলবার নিয়ে থানায় উপস্থিত এক মহিলা। থানায় পৌঁছেই সে বলেছিল, 'স্বামী আর ভাসুরকে খুন করে এসেছি, গিয়ে লাশ তুলে নিন।' একথা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন উপস্থিত পুলিশকর্মীরা।

প্রাথমিক তদন্তের পর, পুলিশ মনে করছে, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরেই এই জোড়া খুনের ঘটনা ঘটেছে। থানায় এসে আত্মসমর্পণের পর, অভিযুক্ত সবিতা পুলিশকে জানিয়েছে, নিকটবর্তী হাইওয়ের পাশে তাদের ৫ কোটি টাকার একটি জমি আছে। সেই জমিটা কৌশলে দখল করতে চেয়েছিল তাঁর ভাসুর দীনেশ। এর জন্য তাঁর স্বামী রাধেশ্যামকে প্রায়শই নেশা করাতো সে। দাদার প্রভাবে নেশা করে রাধেশ্যাম প্রতিদিনই সবিতাকে মারধর করত। সবিতার অভিযোগ, বছরের প্রথম দিন সকালেও তার স্বামী তাকে গালিগালাজ করতে শুরু করেছিল। প্রতিদিন একই ঘটনা পুনররাবৃত্তিতে বিরক্ত হয়ে খাটের নীচ থেকে রিভলভার বের করেছিল সবিতা। এরপর, প্রথমে ভাসুর এবং পরে স্বামীকে গুলি করে সে। সবিতার দাবি, তার দুই মেয়ে ও এক ছেলের ভবিষ্যতের স্বার্থেই সে এই অপরাধ করেছে।

ইঙ্গোরিয়া থানার ইনচার্জ চন্দ্রিকা সিং যাদব জানিয়েছেন, এই গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ৩৫ বছরের সবিতার বিরুদ্ধে তাঁর স্বামী, ৪১ বছরের রাধেশ্যাম এবং তাঁর ভাসুর ৪৭ বছরের দীনেশকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

Babnan Gram Panchayat
Babnan, Dadpur, Hooghly
e-Tender Notice
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors vide **NIT No.: 14/ BAB/PBG-SFC/2023-24 Date: 02.01.2024.** Other details can be seen from the notice board of the undersigned GP Office & www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan,
Babnan Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER
Memo No-281/Maji/5th SFC, 282/ Maji/15th CFC, 283/Maji/15th CFC, E-tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman
The last date of tender dropping **09/01/2024 & 15/01/2024** For more details, please Visit the office or go to www.wbtenders.gov.in

Office of the
Radharghat-I Gram Panchayat
Sealmara : Berhampore : Murshidabad.
1) NOTICE INVITING e-TENDER NO-05,06,07/Radharghat-I GP/2023-24, Dated : 02/01/2024 is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-I G.P, Berhampore, MSD. for Civil works upto **15/01/2024 Time: 4.00 PM** Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
RADHARGHAT-I GP
Sealmara, Berhampore, Murshidabad.

OFFICE OF THE
SAGARPARA GRAM PANCHAYAT
P.O.-SAGARPARA. MURSHIDABAD.
WEST BENGAL Ph. 7029823963
Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No 08/SGP/2023 - 24** (Un Tied) by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat. Last date of application **11.01.2024 up to 6.00P.M.** Intending bidders may download tender documents from htpp://wbtenders.gov.in or Notice board of the Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Thanking you,
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Sagarpara, Murshidabad

OFFICE OF THE
SAGARPARA GRAM PANCHAYAT
P.O.-SAGARPARA. MURSHIDABAD.
WEST BENGAL Ph. 7029823963
Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No 07/SGP/2023 - 24** (Tied) by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat. Last date of application **11.01.2024 up to 6.00P.M.** Intending bidders may download tender documents from htpp://wbtenders.gov.in or Notice board of the Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Thanking you,
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Sagarpara, Murshidabad

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT
BELANAGAR, NISCHINDA, HOWRAH-711205
Memo no-571/DAII FGP/2024 Date-02.01.2024
1st Corrigendum Notice
It is for general information and wide circulation that a corrigendum of WB/HOW/BJPS/ DA II/NIT 13/23-24 Circulated vide no 571/AD II/2024 date 02/01/2024 has been made due unavoidable circumtances. **Tender ID-2023_ZPHD_625674_1.**

Sl. No.	Description	Remark
1	on 1st call min 3 nos. bidder required to open a tender due to less nos. of bidder submitted the bid hence the due date has been increased.	the undersigned is extending the date of the NIT uploaded earlier

All others terms and conditions remain same.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar II Gram Panchayat

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT)** No: **NGP-12/2023-2024, Dated: 02-01-2024**. The last date for on-line submission of tender is **17-01-2024** up to 16:00 Hours.
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

Office of the Prodhan
SAGARDIGHI GRAM PANCHAYAT
Harhari, Sagardighi, Murshidabad
NIeT No.-10/SDGP/5th SFC/2023-24, Vide Memo No.- 468(12)/ SDGP, Dated- 30/12/2023 & NIeT No. 11/SDGP/15th CFC/2023-24, vide Memo No. 469(12)/SDGP Dated- 30-12-23 Date of Publishing- **01/01/2024 & 02/01/2024 at 18.00 Hrs.** Bid Downloading Starts from- **01/01/2024 & 02/01/24 at 18.00 Hours.** Bid Downloading ends- **10/01/2024 at 16.00 Hours.** Last date of bid submission- **10/01/2024 at 16.00 Hours.** Technical Bid opening date- **12/01/2024 at 16.00 pm.**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersing
Sd/- Prodhan
Sagardighi G.P.

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhad, reswar, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the work of **"New Construction of Girls Toilet at Ahmed Fiaz Urdu High School"** vide **Memo No.: BM/PWD/6580/e-NIT/1 (1st Call), Date: 29/12/2023. Tender ID: 2023_MAD_634371_1.** Bid Submission Start Date (Online): **02/01/2024 at 11:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **16/01/2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **19/01/2024 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**
Sd/-, Chairman
Bhadreswar Municipality

Office Of The Block Development Officer &
Sabang Panchayat Samity
Sabang :: Paschim Medinipur
Tender Notice
On and behalf of Sabang Development Block, the undersigned invites e-tender for the works of the following NIT under mentioned schedule from bonafide and resourceful outside contractors. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Tender ID	Amount put to tender (Rs)	EMD Free (Rs)	Tender documents Rs.
2023_ZPHD_632893_1	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_632893_2	349012.00	6980.00	500.00
2023_ZPHD_632893_3	298032.00	5961.00	400.00
2023_ZPHD_632893_4	347936.00	6959.00	500.00
2023_ZPHD_632893_5	349361.00	6987.00	500.00
2023_ZPHD_632893_6	348368.00	6967.00	500.00

Sd/- Executive Officer,
Sabang Panchayat Samity

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 202, KOLKATA, WEDNESDAY, 3 JANUARY 2024, PAGE 8

১৫ ম্যাচ পরই ছাঁটাই ওয়েইন রুনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাত্র ১৫ ম্যাচ ও ৮৩ দিনেই কোচ ওয়েইন রুনিকে ছাঁটাই করল চ্যাম্পিয়নশিপের ক্লাব বার্মিংহাম সিটি। গত বছরের ১১ অক্টোবর কোচ জন ইউসটাসকে বিদায় করে ৩৮ বছর বয়সী রুনিকে দায়িত্ব দেয় বার্মিংহাম। কিন্তু এই কিংবদন্তি ইংলিশ ফুটবলারও কোচ হিসেবে টিকতে পারলেন না ক্লাবটিতে। আজ এক বিবৃতিতে রুনির ছাঁটাইয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বার্মিংহাম।

বাজে পারফরম্যান্সের কারণে কয়েক দিন দিন ধরে রুনির ছাঁটাই হওয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটিই আজ সত্য হলো। রুনির ছাঁটাইয়ের ঘোষণায় বার্মিংহামের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বার্মিংহাম সিটি কোচ ওয়েইন রুনি ও কার্ল রবিনসনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁদের সর্বোচ্চ চেষ্টার পরও প্রত্যাশামতো ফল আসছিল না। যে কারণে বোর্ড ক্লাবের ভালোর জন্য এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।'

ছাঁটাই হওয়ার পর বিবৃতি দিয়েছেন রুনি নিজেও, 'আমি টম ওয়েঙ্গার, টম বার্ডি এবং গ্যারি কুককে (ক্লাবের শীর্ষ কর্মকর্তা) বার্মিংহামের কোচ হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। ক্লাবে স্বল্প সময়ে দায়িত্ব পালনকালে তাঁরা আমাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছেন।'

এর আগে ইউসটাসকে বার্মিংহাম যখন ছাঁটাই করে, তখন পয়েন্ট তালিকায় বার্মিংহামের অবস্থান ছিল ছয়ে। কিন্তু রুনি দায়িত্ব নেওয়ার পর একেবারেই ভালো করতে পারেনি ক্লাবটি। ফলে সোমবার লিডস ইউনাইটেডের কাছে ৩-০ গোলে হারের পর তারা নেমে যায় ২০ নম্বরে।

রুনির অধীনে ১৫ ম্যাচের ৯টিতেই হেরেছে বার্মিংহাম। যার ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত এখন বিদায় নিতে হচ্ছে এই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তিকে। এর আগে ইংলিশ ক্লাব ডার্বি কাউন্টি এবং এমএলএসের ডিসি ইউনাইটেডের দায়িত্ব পালন করেন রুনি।

টেস্ট বাঁচাতে জাদুর কাঠির আশা কামিন্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আলোচনাটা যে নতুন, তা নয়। তবে টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ,সংক্রান্ত সে আলোচনা নতুন করে সামনে এসেছে নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় সারির দল ঘোষণার পর। এবার তা নিয়ে কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, ব্যাটসম্যান উসমান খাজা। কামিন্সের আশা, কোনো এক জাদুকরি শক্তি এসে বাঁচিয়ে দেবে টেস্ট ক্রিকেটকে। আর ম্যাচ ফি বাড়িয়ে আরও বেশি ক্রিকেটারকে উৎসাহিত করতে বলছেন খাজা।

টেস্ট ক্রিকেটের যে নাটকীয় অবনতি ঘটেছে, কামিন্স অবশ্য এর সঙ্গে একমত নন। সিডনিতে আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া শেষ টেস্টের আগে কামিন্স এ সংস্করণের ভবিষ্যৎ নিয়ে বলেন, 'আমার আশা, আগামী ১০ বা ২০ বছরে এটি এখনকার চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমার মনে হয়, এবারের টেস্ট মৌসুমের আগে পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিছু প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ ছিল। পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটি দুর্দান্ত টেস্ট ম্যাচ হয়েছে, অনেক সমর্থন, অনেক দর্শক ছিল।'

এরপর কামিন্স যোগ করেন, 'ফলে যেভাবে বলা হচ্ছে, এটি যে ততটা নিচের দিকে যাচ্ছে, আমি তা মনে করি না। তবে যে পরিমাণে অন্যান্য ক্রিকেট হচ্ছে, সেখানে একটা ব্যাপার আছে। অবশ্যই অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে মেধার প্রতিযোগিতা এখন অনেক বেশি।'

অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের আশা, দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সারির দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়েই থাকবে, 'আমি বেড়ে উঠেছি টেস্ট ক্রিকেটকে দারুণ ভালোবেসে। আমার মনে হয়, এটি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়। আমি জানি, দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের সেরা দলটি পাঠাচ্ছে না। আশা করি, এটি (বিচ্ছিন্ন) একটা ঘটনা হয়ে থাকবে।'

অস্ট্রেলিয়ার মতো দলগুলোর জন্য টেস্ট ক্রিকেটের ব্যাপারটি এখনো আলাদা। এবার যেমন পাকিস্তানের বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দুই দিনই এক লাখের বেশি দর্শক ছিলেন মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। তবে বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় ব্যাপারটি মোটেও এমন নয়, কামিন্সের দুশ্চিন্তাও সেটি নিয়েই, 'অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি মৌসুমই আগেরবারের চেয়ে বড় মনে হয়। তবে বিদেশে গেলে অবশ্যই ব্যাপারটি এমন। কিছু ব্যাপারে মাঝেমধ্যে চিন্তাই হয়। তবে একই সঙ্গে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের এত সমর্থক এর আগে কখনোই ছিল না আর আমার মনে হয়, বিশ্বে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সমর্থক এখন ক্রিকেট দেখছে।' ক্রিকেটের বিশ্বায়নে টি-টোয়েন্টিই সবচেয়ে বড় মাধ্যম হবে, এটিও বেশ আগে থেকেই প্রচলিত। কামিন্স সে বাস্তবতাটি জানেন, 'টেস্ট ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে আমি তো চাইব সবাই টেস্ট ক্রিকেট দেখুক। কিন্তু এ মুহূর্তে ক্রিকেট যতটা শক্তিশালী, আগে কখনো দেখিনি।'

এসবের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটকে টিকিয়ে রাখতে গেলে কী করতে হবে, সে প্রসঙ্গে কামিন্সের মত, 'আদর্শগতভাবে এটি টিকিয়ে রাখতে গেলে ১৫ থেকে ২০টি টেস্ট খেলুড়ে জাতি থাকবে, যারা সত্যিই শক্তিশালী। আমি জানি, অনেক রকমের ভিন্ন চ্যালেঞ্জ আছে। অস্ট্রেলিয়ায় যে এটি প্রাধান্য পায়, সে কারণে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। যখনোই খেলি, অনেক সমর্থন পাই। আমি জানি না, জাদুকরি সমাধান কী হতে পারে, তবে এমন কিছু থাকলে দারুণ হতো।'

সম্প্রতি টেস্ট ক্রিকেটের ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ডের মতো বড় দেশগুলোর কঠোর সমালোচনা করেছেন কামিন্সের পূর্বসূরি স্টিভ ওয়াহ। টেস্ট ক্রিকেটকে টিকিয়ে রাখতে গেলে আরও বেশি ম্যাচ ফি দিয়ে আরও বেশি খেলোয়াড়কে উৎসাহিত করতে হবে বলেও মনে করেন তিনি। প্রায় একই রকম কথা বলেছেন খাজাও।

হতাশার বছরে বাজারে দামও কমেছে নেইমারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৪ সালের প্রথম দিন থেকে শুরু হয়েছে শীতকালীন দলবদল। এখন সবার চোখ দলবদলের বাজারের দিকে। বড় তারকারা কে কোথায় যাচ্ছেন, কার দাম কত বাড়ল বা কমল, সেদিকেই এখন সবার চোখ। তবে এবারের দাম কমার তালিকাটা নিশ্চিতভাবে হতাশ করবে নেইমারের ভক্তদের। দলবদলে দাম কমার শীর্ষ দশে যে এই ব্রাজিলিয়ান তারকাও জায়গা পেয়েছেন।

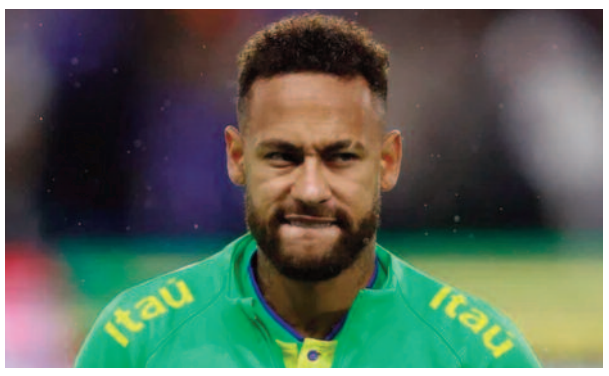

এমনকি ট্রান্সফার মার্কেটের দেওয়া এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা নামটিও একজন ব্রাজিলিয়ানের। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের উইঙ্গার আন্তোনি আছেন সবার ওপরে। এ তালিকায় অন্যদের মধ্যে আছেন সাদিও মানে, জ্যাডন সানচো, ম্যাসন মাউন্ট এবং জোয়াও কানসেলোও।

২০২৩ সাল নেইমারের জন্য ছিল ভুলে যাওয়ার মতো। গত মার্চে পিএসজির হয়ে চোটে পড়ে লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে যান নেইমার। এরপর দলবদলে পিএসজি ছেড়ে ১০ কোটি ইউরোতে নেইমার যান আল হিলালে। সেখানেও পাঁচ ম্যাচের বেশি খেলতে পারেননি এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

অক্টোবরে ব্রাজিলের হয়ে খেলার সময় আবার চোটে পড়ে ছিটকে যান। পরে জানা যায়, আগামী বছরের কোপা আমেরিকায়ও খেলা হবে না তাঁর। এমন হতাশার বছর কাটানোর পর নেইমারের দামেও বড় ধরনের পতন দেখা গেছে। ২০২৩ সালে নেইমারের দাম কমেছে ৩ কোটি ইউরো। ট্রান্সফার মার্কেটের হিসাবে এখন নেইমার দাম ৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। দাম কমার তালিকায় নেইমারের অবস্থান ৮ নম্বরে।

দারুণ সম্ভাবনা নিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যাত্রা শুরু করেন আন্তোনি। আয়াক্স থেকে 'রেড ডেভিল'রা তাঁকে কেনে ৯ কোটি ৫০ লাখ ইউরোতে। কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে তাঁকে কেনা হয়েছে, আন্তোনি তা পূরণ করতে পেরেছেন সামান্যই। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ইউনাইটেডের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২১ ম্যাচ খেলে গোল কিংবা অ্যাসিস্ট কোনোটাই নেই তাঁর। যার প্রভাব পড়েছে ইউনাইটেডের পারফরম্যান্সে, এমনকি তাঁর দামেও। ২০২৩ সালে দাম কমায় সবার ওপরে আছেন এই ব্রাজিলিয়ান। ৪ কোটি ইউরো কমার পর তাঁর বর্তমান দাম ৩ কোটি ৫০ লাখ।

আন্তোনির পর তালিকার দুইয়ে আছেন সাদিও মানে। লিভারপুলের হয়ে দারুণ সময় পার করে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে বায়ার্ন মিউনিখে গিয়েছিলেন মানে। কিন্তু বায়ার্নে পুরোপুরি ব্যর্থ হন এই ফরোয়ার্ড। এক মৌসুম পর পাড়ি জমান সৌদি ক্লাব আল নাসরে। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে জুটি গড়ে এখন নিয়মিতই পারফর্ম করছেন মানে। এ মৌসুমে ২৬ ম্যাচে ১২ গোল ৬টিতে সহায়তা করেছেন মানে।

এরপরও অবশ্য গত বছর দাম কমায় দুইয়ে ছিলেন মানে। আন্দ্রে শানিওর সমান চার কোটি ইউরো দাম কমার পর তাঁর মূল্য এখন দুই কোটি ইউরো। এরপর তিনে আছেন আরেক ইউনাইটেড তারকা সানচো। ইউনাইটেডে ব্রাত্য হয়ে পড়া সানচোর দাম কমেছে ৩ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। তাঁর বর্তমান মূল্য ২ কোটি ৫০ লাখ। এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে ইউনাইটেডের ম্যাসন মাউন্টের দাম ৩ কোটি ইউরো কমে এখন ৪ কোটি ৫০ লাখ। আর বার্সা তারকা কানসেলোর দাম ৩ কোটি ইউরো কমে এখন ৪ কোটি ইউরো।

ওয়ার্নারের বিদায়ী টেস্টে পাকিস্তান দলে নেই আফ্রিদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিডনি টেস্টের জন্য একাদশ ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের শেষ ম্যাচের জন্য অস্ট্রেলিয়ার একাদশ অপরিবর্তিত থাকলেও পাকিস্তান দলে এসেছে দুটি পরিবর্তন।

ওপেনার ইমাম-উল-হক দল থেকে বাদ পড়েছেন। অভিষেক হতে যাচ্ছে আরেক ওপেনার সায়েম আইয়ুবের। পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় একাদশে এসেছেন স্পিনার সাজিদ খান। এরই মধ্যে ২-০,তে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া।

ইমাম পার্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৬২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। তবে পার্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংস ও মেলবোর্ন টেস্টের দুই ইনিংসেই হয়েছেন ব্যর্থ। তাতেই একাদশ থেকে ছিটকে যান ইমাম।

গত বিশ্বকাপে এই ওপেনার ওয়ানডে দল থেকেও বাদ পড়েন। ২১ বছর বয়সী সায়েম ১৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন। ২৬ ইনিংসে ৪৬.৪৭ গড়ে রান করেছেন ১০৬৯। ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ আক্রমণাত্মক ক্রিকেটার হিসেবেই পরিচিত সায়েম, যার বড় প্রমাণ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও তাঁর স্ট্রাইক রেট ৭০।

আফ্রিদি এই সিরিজে কিছুটা দুর্ভাগাই। সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে ভালো বোলিং করেও ২ টেস্টে উইকেট পেয়েছেন ৮টি। যেখানে সর্বশেষ ইনিংসেই পেয়েছেন ৪টি।

মেয়েদের ক্রিকেটে নতুন রেকর্ড হিলির

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেয়েদের ওয়ানডে ক্রিকেটের যাত্রা শুরু ১৯৭৩ সালে। এই ৫১ বছরে আজকেরটি নিয়ে ১ হাজার ৩৫৯তম ওয়ানডে ম্যাচ চলছে। অথচ অধিনায়ক,উইকেটকিপারের দ্বৈত ভূমিকায় খেলতে নামা কোনো ব্যাটারের শতক নেই! ৮০ পেরোনো ইনিংসই দেখা গেল আজ প্রথমবার। শতক না হলেও তাই নতুন রেকর্ডই গড়লেন অ্যালিসা হিলি।

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আজ ভারতের বিপক্ষে ৮২ রান করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ও উইকেটকিপার হিলি, মেয়েদের ওয়ানডে যেটি এখন কোনো অধিনায়ক-উইকেটকিপারের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। ফিবি লিচফিল্ডকে নিয়ে ইনিংস উদ্বোধন করতে নেমে আরেকটি রেকর্ডের সঙ্গী হয়েছেন হিলি। দুজন মিলে প্রথম উইকেটে তুলেছেন ১৮৯ রান, যা ভারতের বিপক্ষে মেয়েদের ওয়ানডেতে যেকোনো উইকেট জুটিতে সর্বোচ্চ।

৮২ রানের ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার নতুন অধিনায়ক হিলি ভেঙেছেন নেদারল্যান্ডসের বাবেত্তে ডি লিডির রেকর্ড। এর আগে তাঁর ৭৬ রানের ইনিংসটাই ছিল সর্বোচ্চ, যা তিনি ২০২২ সালের আগস্টে করেছিলেন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে।

বাবেত্তের নামের শেষাংশ পড়েই বুঝে ফেলার কথা, তিনি নেদারল্যান্ডসের বিখ্যাত ক্রিকেট পরিবারের মেয়ে। সম্পর্কে বর্তমান ডাচ অলরাউন্ডার বাস ডি লিডির চাচাতো বোন ও সাবেক অলরাউন্ডার টিম ডি লিডির ভাতিজি।

হিলি এখন নিজের নামেই দারুণ পরিচিত হলেও মজার ব্যাপার হচ্ছে, তিনিও অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ইয়ান হিলির ভাতিজি আর তারকা ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্কের স্ত্রী। ক্রিকেট ইতিহাসে বিশ্বকাপজয়ী একমাত্র দম্পতিও স্টার্ক,হিলি।

অস্ট্রেলিয়া নারী ওয়ানডে দলের অধিনায়ক ও স্বীকৃত উইকেটকিপার হিসেবে এর আগে আটবার ব্যাট করেছেন হিলি। ওই আট ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ ছিল ৩৮ রান। গত বছরের জুলাইয়ে ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হলেও তিন সংস্করণেই স্থায়ী নেতৃত্বে পান গত ডিসেম্বরে। নারী ক্রিকেট ইতিহাসের সফলতম অধিনায়ক মেগ ল্যানিং অবসর নেওয়ায় ব্যাটনটা হিলির হাতে তুলে দেওয়া হয়। দায়িত্ব নেওয়ার এক মাসের মধ্যে গড়লেন নতুন রেকর্ড।

অধিনায়ক-উইকেটকিপার হিসেবে সর্বোচ্চ ইনিংসের তালিকায় এখন তিনে বাংলাদেশের নিগার সুলতানা। বাবেত্তের রেকর্ডটা ২০২২ সালেই ভাঙার সুযোগ এসেছিল তাঁর সামনে। তবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭৩ রানে আউট হয়ে যান নিগার।

লিভারপুলকে 'সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন' বানিয়ে সালাহর চোখ আফ্রিকা জয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'এই মৌসুমে লিভারপুলের এটিই সেরা পারফরম্যান্স';খেলা দেখে না বলে পারেননি দলটির সাবেক ডিফেন্ডার জেমি ক্যারাঘার।

২০২৪ সালের প্রথম দিনটায় কী দুর্দান্তই না খেলল লিভারপুল। বৃষ্টি ও ঠান্ডা বাতাসের বাধা পেরিয়ে ঘরের মাঠে নিউক্যাসলকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। নিউক্যাসলের স্লোভাক গোলরক্ষক মার্তিন দুবরাভকা বাধার প্রাচীর না হলে লিভারপুলের গোলসংখ্যা বাড়তে পারত আরও।

লিভারপুলের খেলা দেখে ক্যারাঘার এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলকে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নও বলে দিলেন, 'যেভাবে খেলছে, তাতে ওদেরই সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন বলতে হয়। ওদের অসাধারণ এক কোচ, যিনি জানেন কী করতে হবে। আর দলটায় তিন-চারজন বিশ্বমানের খেলোয়াড় আছে।'

এই লিভারপুলের সামনে যে কেউ পড়তে চাইবে না, সেটিও বললেন ক্যারাঘার, 'এভাবে যদি তারা খেলা চালিয়ে যেতে পারে, তবে ম্যানচেস্টার সিটিও এই দলের সামনে পড়তে চাইবে না। কারণ, এই দলের কাছে তো তারা আগে হেরেছে।'

সোমবারের ম্যাচে নিউক্যাসলের গোলে ৩৪টি শট নিয়েছে লিভারপুল। যা কিনা প্রিমিয়ার লিগে যৌথভাবে রেকর্ড। ঘরের মাঠে টানা ২২ ম্যাচে অপরাজিত দলটির কোচ ক্লপও মুগ্ধ দলের খেলায়, 'আমার দল অসাধারণ খেলেছে। অসাধারণ ম্যাচ। যে গোলগুলো খেয়েছি, সেগুলো বাদ দিলে এ ম্যাচের অনেক কিছুই আমার মনের মতো হয়েছে।'

এ ম্যাচের জয়ের নায়ক সালাহর জন্য শুধু এরপর আফসোস করতে পারে লিভারপুল। আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে মিসরের হয়ে খেলতে যাচ্ছেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড। নেশনস কাপের ফাইনাল ১১ ফেব্রুয়ারি। সালাহর মিসর ফাইনালে উঠলে লিগ, এফএ কাপ ও কারাবাও কাপ মিলিয়ে ৮টি ম্যাচে সালাহকে পাবে না লিভারপুল।

এবারের মৌসুমে লিভারপুলের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বোচ্চ ১৮টি গোল করেছেন সালাহ। সেই সালাহ জাতীয় দলের হয়ে কিছু জিততেই উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। কাল রাতের ম্যাচের পর স্কাই স্পোর্টসে সেটিই বললেন মিসরীয় তারকা, 'আমি (আফ্রিকা কাপ অব নেশনস) জিততে চাই। জাতীয় দলে খেলাটা অনেক বড় কিছু।'

তাঁকে ছাড়া লিভারপুলের অসুবিধা হবে না বলেও বিশ্বাস সালাহর, 'আমাদের অনেক ভালো খেলোয়াড় আছে। আমার পজিশনে খেলার মতো খেলোয়াড়ও আছে। আমাদের আস্থা রাখতে হবে। মাঠে পরিশ্রম করতে হবে, নিজেদের খেলাটা খেলতে হবে। আর তা করতে পারলেই জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**